ভূদেব-নির্ব্বাণ।



৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই,

—মহোদয়ের—

পারলৌকিকলীলা-অবলম্বনে লিখিত।

কাব্য।

বিদ্যাদিত্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী-

প্রণীত।



শকাব্দ—১৮৫০

মাঘী পূর্ণিমা।



 মূল্য—৸০ বার আনা



"The BHUDEVA NIRVANA KAVYA,
—in some sort—
A Hindoo Pilgrim's Progress,
has many merits. It is well composed and deduced. Its descriptions are picturesque, and the style is very rich; especially, the reflexions and sentences, of which is made up the second half of most stanzas, are expressed in a choice and felicitous manner. In India, where * * * poetry is liked for its own sake and directly enjoyed, this little book shall meet, I suppose, with a great success."

Sd. A. Barth

Professor of Oriental Languages
in the University of Paris.

Printed by
The Adar Intelligence Press pp. 1-48.
The Saraswati Press, Midnapore, pp. 81-108.
The Lukshmi Press, Midnapore. The rest,
&
Published by the Author, Midnapore.
BENGAL.

শ্রদ্ধাঞ্জলি।



ওঁ



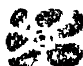
পূত

শ্রীচরণ স্মরি

 তপস্বিনী 

মম জননীর।

  —(*)—  

ভূমিকা।



আর্য্যসন্তানগণের ধারণা যে পুণ্যাত্মা জীব পারলৌকিক জীবনে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর নানা জ্যোতির্ম্ময় লোক অতিক্রম করিয়া শান্তিময় অমৃতধামে চিরনির্বৃতি লাভ করেন। এই কাব্যে তাঁহাদের সেই পরিকল্পনাই যথাশক্তি পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে; সেই জন্য বঙ্গের কৃতী স[illegible]র্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ও সদাচারপরিপূত ৺ ভূদেব-মুখোপাধ্যায়, C. I. E. মহোদয়ের পারলৌকিকলীলা অবলম্বন করা হইয়াছে।

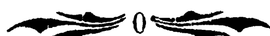
এ স্থলে লোকবিশ্রুত ভূদেববাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। তবে তাহা নিতান্ত অনাবশ্যকও নহে। সুতরাং গ্রন্থের প্রারম্ভে তাহার সমাবেশ করা হইল।

পরিশেষে, যে লোকোত্তরচরিত গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় এই কাব্যের প্রথম অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, তাঁহার সেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের কথা আজ হৃদয়ে মাত্র ধারণ করিয়া এই গ্রন্থের প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া এইখানে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম না। ইতি

মেদিনীপুর, কলেজ।
মাঘী পূর্ণিমা। শকাব্দ ১৮৫০
১৩৩৫ সাল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

ভূদেবের পরিচয়।



৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় C. I. E. একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ সন্তান ও একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, তাঁহার নিবাস ছিল খানাকুল কৃষ্ণনগর। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এইখানেই ১৭৪৭ শকাব্দে (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে) ২রা ফাল্গুন ভূদেবের জন্ম হয়। ভূদেব ৮ম বর্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া সংস্কৃতব্যাকরণাদি পড়িয়াছিলেন। পরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি সর্ব্বোচ্চশ্রেণীরছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ নিজতত্ত্বাবধানে পুত্রের অভিমত কালোচিত শিক্ষাদানে কোন ক্রমেই বিরত হয়েন নাই।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই ভূদেবের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি সকলেই প্রীত ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে সুযোগসত্ত্বেও বিষয়কর্ম্মে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের আগ্রহ স্থগিত রাখিয়া তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে দেশমধ্যে নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেই শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু আবশ্যক লোকবল ও অর্থবলের অভাবে তাঁহার এই সংকল্প শেষে পরিত্যক্ত হয়। অল্পকালপরেই তিনি নানাস্থানে গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক মনোনীত হয়েন। এই সময়ে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্কুলের সম্পাদক হজসন প্রাট সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। প্রাট সাহেব ভূদেবের গুণে মোহিত হয়েন। সাহেব কালক্রমে দক্ষিণবাঙ্গলার স্কুল ইন্‌স্পেক্টার হইলে কর্ত্তব্যবিষয়ে ভূদেবের নানা পরামর্শে উপকৃত হইতে থাকেন। বাঙ্গলা ভাষার উপর ভূদেবের বরাবরই অনুরাগ ছিল। প্রাট সাহেবের প্ররোচনায় তিনি "শিক্ষা বিষয়ক" নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ঐ সময়েই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়। অতঃপর ভূদেব নবপ্রতিষ্ঠিত হুগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক পদলাভ করিয়া তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি বালকদিগের শিক্ষার জন্য এই সময়ে

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই সময়ে প্রচারিত হয়।

পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভূদেব প্রতিনিধি স্কুল ইন্স্পেক্টার মেড্লিকট সাহেবের সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেড্লিকট ভূদেবকে বড় ভাল বাসিতেন। এখন সাহেব শিক্ষাবিভাগের জন্য ভূদেবের পরামর্শে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতে অঙ্গীকৃত উদ্বৃত্ত বহু অর্থ ব্যয় করেন। এই সময়েই ভূদেবের যত্নে উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবার জন্য কয়েক স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও তদধীন গ্রাম্য পাঠাশালা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব স্কুল সমূহের অতিরিক্ত পরিদর্শক হইলেন। তিনি হিন্দুদিগের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি সেই প্রাচীন আদর্শে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কৃতকার্য্য ও শিক্ষা-বিভাগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাস হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূদেব ৶০ মূল্যের "শিক্ষা দর্পণ" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। ঐ কয়েক বৎসর এই পত্র বেশ চলিয়াছিল। কোন দৈবাধীন ঘটনায় তিনি তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়েন।

ভূদেব গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও পঞ্জাবের শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ফলে তিনি ইংরাজী ভাষায় যে সুবৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও দোষগুণ-বিচারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও ক্রমে তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের প্রথমশ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে তিনি বিভাগীয় পরিদর্শক-পদপ্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন পরে শিক্ষা বিভাগের প্রধানপরিদর্শকপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

হুগলীর নর্ম্ম্যাল স্কুলে কার্য্যকালে তিনি চুঁচুড়ায় বাটী করিয়াছিলেন। এইখানে থাকিয়াই তিনি বেহার ও বাঙ্গলার শিক্ষা পরিদর্শনের কার্য্য চালাইতেন। বেহারে তখন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল

না। এজন্য তিনি বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করাইয়া চালাইয়া গিয়াছেন। ঐ প্রদেশের স্থলবিশেষে 'কাইতি' ভাষারও তিনিই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর, চুচুঁড়া হইতে তিনি 'এডুকেশন গেজেট' প্রচার করিতে থাকেন। এখনও ঐ পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তবে তাঁহার মধ্যম পুত্র রায়বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুরপরে তাহা বোধোদয়মুদ্রা-যন্ত্র প্রভৃতির সহিত চুচুঁড়া হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট C. I. E. উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোট লাটের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একজন সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি রাজকীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি' ও কিছুদিন পরে তাঁহার 'পারিবারিক-প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। এই 'পারিবারিক-প্রবন্ধ'ই তাহার জাতীয় জীবনের বিশাল কীর্ত্তি।

ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত নানাকার্য্য-ব্যপদেশে বিশেষভাবে সংলিপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান ভূদেব আপনার জাতীয়তা হারান নাই। যে সময়ে উচ্চশিক্ষিত বঙ্গীয়সমাজ ইংরাজী-শিক্ষার ফলে ইংরাজী রীতিনীতি ও ইংরাজী আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সে সময়ে স্বজাতিপ্রিয় ও স্বধর্ম্মানুরাগী ভূদেব ব্রাহ্মণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্নবান্ ছিলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার 'সামাজিক-প্রবন্ধে' তিনি আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতীয়তা সাধনের জন্য হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন একতা সাধন অসম্ভব নহে। তবে সেইজন্য ভারতবাসীকে সর্ব্বত্র সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও প্রীতিভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেকবিষয়ে অযথা বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি বলিতেন, সামাজিকজীবনে ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। "ইংরাজ কার্য্য কুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত। ইংরাজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরাজের নিকট হিন্দুকে

কেবল কার্য্য কুশলতা শিখিতে হয়; অপর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।" ইহাতেই তাঁহার উচ্চ মন ও লোকশিক্ষার প্রকৃত পরিচয় সুপ্রকাশ। তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। তিনি হিন্দু জাতিকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য 'আচারপ্রবন্ধ' প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে সদাচারই মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয়বিধির-প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ও শাস্ত্রাচারলোপের কয়েকটী ব্যাঘাতক কারণ ঘটিয়াছে বটে। ওগুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান্ ছিল, এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। উহাদিগের অপনয়ন অতিকঠিন হইলেও, একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না।

মনস্বী ভূদেব তাই অনেকসময় দুঃখ করিতেন যে উপযুক্ত সংস্কৃত-শিক্ষার অভাবেই আজ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এত অবনত ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্যই হিন্দুসমাজও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণপ্রবর ভূদেব জাতীয়চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্য নিজ পিতৃনামে চুচুঁড়ায় "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান এখনও সুন্দরভাবেই চলিতেছে। একজন সামান্য ব্রাহ্মণসন্তান হইতে নিজ ব্রাহ্মণসমাজের ভাবী উন্নতি-কল্পে এরূপ মহাদানের আর তুলনা নাই। বাস্তবিক বলিতে কি, এই চরিত্রবান্ উদার মহাপুরুষের সহিত বঙ্গভূমি গত ১৩০১ সালে প্রকৃতই এক উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছেন। সেইরূপ পরিপক্ক মহারত্নের স্থান পূরণ হইবে কিনা, তিনিই জানেন।

["বিশ্বকোষ" হইতে সংগৃহীত]

প্রাপ্তিস্থান।

১। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।
২। মেদিনীপুর মল্লিক লাইব্রেরী।
৩। ঢাকা সারস্বত এজেন্সী।
৪। ৺কাশীধাম, ৫/২০, আয়ুধগর্বী। (Oudhgharbi)

ভূদেব-নির্ব্বাণ

প্রথম সর্গ।

(বঙ্গবিলাপ)

(১) মঙ্গলাচরণ। (২—৫) সমাগতপ্রায় বিয়োগে বাঙ্গালীর চিত্তচাঞ্চল্য। (৬—৮) ভূদেবের মৃত্যু সংবাদ প্রচার। (৯—১১) বহির্জগতে প্রকৃতির শোকচিহ্ন (১২—২১) অন্তর্জগতের বিষাদকালিমা। (২২—২৩) সান্ত্বনা।

(১)

ভুবন-তিমির-নাশি তপনের তেজোরাশি
পারে কি অন্তরতম করিতে হরণ ?
হৃদয় ভুবনময় তমোরাশি করি ক্ষয়
ব্রহ্মতেজ বিভাসিত হোক অনুক্ষণ।

(২)

"হইলে নিশার শেষ আসি গৃহ বহির্দেশ
জগতের ফুল্লানন হেরিতে তৎপর—
সহসা মোদের চিত কেন হল বিষাদিত
যেন সমাগতপ্রায় বিয়োগে কাতর ?

(৩)

"কেন মাতা প্রকৃতিরে হেরি আজ নেত্রনীরে
নিরন্তর পরিপ্লুতা, যেন বিষাদিনী ?
দুরন্ত তপনসুত হরিলে অঙ্কের সুত
শোকের সাগরে মগ্না যেমন জননী।

(৪)

"সেইত কুসুমদাম বিরাজিছে অভিরাম ;
সেইত শীতল মন্দ বহিছে সমীর ;
সেইত মধুর স্বর করিতেছে মধুকর ;
তবু এ বিষাদ-ভাব কেন প্রকৃতির ?

(৫)

"জানিনা বিধির গতি ঘটাইবে কি দুর্গতি
এই ভাবি বিষাদিত সবার হৃদয়—
আরও বিষাদে ফেলি শোকের লহরী তুলি
নিরদয় বার্ত্তাহর একি কথা কয় !"—

(৬)

—যখন নিশার্দ্ধ শেষ পাপের ছিল না লেশ
শান্তিময় ভাবপূর্ণ ছিল মহীতল,
তনিহু ভূদেব-ইন্দু নিরুপম গুণসিন্ধু
শোক সিন্ধুনীরে ফেলি বান্ধব সকল,

(৭)

ভুলিয়া ভবের খেলা, ত্যজিয়া মানবলীলা
শুনি কল কল স্বন গিয়াছেন চলে
চন্দ্রিকায় সুরঞ্জিত তরঙ্গদুকূলাবৃত
ভবভয়নিবারিণী জাহ্নবীর কোলে,

(৮)

মায়ের মধুর কথা শুনিয়া সন্তান যথা
পিপাসা কাতর হলে অমনি তখন,
আপনার খেলা ভুলি ত্বরা করি যায় চলি
ছুটিয়া মায়ের কোলে হরষিত মন।—

(৯)

"তাই বুঝি নিশাপতি, বঙ্গের গৌরব জ্যোতি
যেতেছে স্বর্গেতে—দেখি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শোকতপ্ত নিজকায় পশ্চিম সাগরে, হায়,
মনের খেদেই যেন দিল ডুবাইয়া! (ক)

(১০)

"তাই বুঝি বিশ্বমাতা সুতশোকে নিপীড়িতা
তিমির বসনে হয়ে আবৃত-আননা,—
দুঃসহ শোকের ব্যথা মুখে নাহি সরে কথা—
করেছে হিমাশ্রুপাতে শোকের সূচনা! (খ)

(ক) ১৩০১ সালের বৈশাখী শুক্লা একাদশীর রাত্রি ১ টা ১০ মিনিটের সময়ে ভূদেব বাবুর ৺গঙ্গা গর্ভে দেহান্ত হয়। তাহার অল্প পরেই চন্দ্রদেব অস্তমিত হন।

(খ) জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা হইলেও ঐদিন রাত্রি শেষে কুয়াসা হইয়াছিল এবং বৃক্ষ পত্রাদিতে শিশিরবিন্দু দেখা গিয়াছিল।

(১১)

"বিহঙ্গ ঝঙ্কারে খেদে থাকি থাকি কেঁদে কেঁদে
হৃদয়ের গুরুতর শোকের নির্ভর,
ধরাবাসী যত নরে দিয়াছে বিভাগ করে;
বিভক্ত হইলে শোক হয় লঘুতর।

(১২)

"হায়! হায়! প্রেমনিধি! ঘোর ভববারিনিধি
নিরাশ্রয় আছে মোরা, না জানি সাঁতার;
পাপের প্রবাহে তার আর্ত্ত প্রাণ অনিবার;
তাহাতে ভাসায়ে সবে তুমি হলে পার!

(১৩)

"সদা শাস্ত্রআলোচনে শিক্ষা বারি নিষেচনে
জ্ঞানাঙ্কুর যেইখানে করেছ বর্দ্ধন,
চলি যাও কি কারণে হায়! নিজে সেইখানে
হানি শোকাশনি মূল করিয়া ছেদন!

(১৪)

"স্নেহময় দেখি অদ্য পুত্রদ্বয় মুখপদ্ম (ক)
বিষাদ মণ্ডিত, পেয়ে মরমে বেদনা—

(ক) ভূদেব বাবুর মৃত্যুকালে গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব নামে তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

স্বভাবজ স্নেহজলে কে এই ধরণীতলে
বিধৌত করিয়া দিবে বল তোমা বিনা ?

(১৫)

"ওহে বালারুণোপম ! তুমি যে অন্তরতম
হয়েছ জ্ঞানাংশুজাল করিয়া বিস্তার,
এবে তাহা পুনরায়— সূর্য্য অন্তে সন্ধ্যা প্রায়—
সবলে তোমার রাজ্য করিছে আঁধার !

(১৬)

"তব শিক্ষা-মৃদু-বায়— পরশনে ফুটপ্রায়
হৃদম্বুজ আমাদের ফুটিলনা আর !
গেলে সূর্য্য অস্তাচলে আর কি সরসী জলে
বিকচ কমল শোভা করয়ে বিস্তার ?

(১৭)

তর্করূপ সর্পগণে ভয়াকুল শাস্ত্রবনে
সদর্থ প্রসূনরাশি বল কে তুলিয়া,
বিজ্ঞান তন্তুর বলে সাহিত্যানুরাগি-গলে
মালা গাঁথি এবে আর দিবে পরাইয়া ?

(১৮)

"বল গৃহে কোনজন লয়ে আত্মপরিজন
বিমল আনন্দময় কৌতুক লীলায়,

ভুলিয়া সংসার দুঃখে　　　　সর্ব্বদা মনের সুখে
এমন প্রমোদ-রাজ্য রচিবে ধরায় ?

(১৯)

"নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাবিধি　　　　করি কোন নরনিধি
লয়ে করে পুষ্পাঞ্জলি স্ববংশজ-সনে,
প্রগাঢ় ভক্তির ভরে　　　　নিরমল স্তুতি ক'রে
গৃহ দেবতার পূজা করিবে ভবনে ?

(২০)

"পিতা গুরু সখা প্রায়　　　　স্নেহে শাস্ত্রে সুখে, হায় !
তোমা সম সন্তানের সুকোমল মন,
জ্বলানল সোহাগায়　　　　বিশুদ্ধ কাঞ্চন প্রায়,
বিমল করিতে পারে, বল কোন জন ?

(১২)

"শোকাবেগে অন্ধপারা　　　　হয়ে সবে আত্মহারা
কাতর হৃদয় যত সুহৃদ তোমার,
সদা সুতোচ্ছেদসহা (ক)　　　　সুশীতল সর্ব্বসহা (খ)
আলিঙ্গিয়া কাঁদে, পেতে ধৈর্য্যকণা তার !

(ক)　সুতোচ্ছেদসহা—যে পুত্রাদির মরণ সহ্য করিয়া থাকে।

(খ)　সর্ব্বসহা = পৃথিবী ; যে সকল সহ্য করে।

(২২)

"তার প্রতিধ্বনি-স্বনে স্বর্গে দিগঙ্গনাগণে
আনন্দ অমরকুলে করে বিতরণ ;
হায়! বিধি এ ভুবনে দিয়ে দুঃখ একজনে
করেন অপর জনে সুখে নিয়োজন !"

(২৩)

এরূপ বিলাপ করি মধুর আদর্শ স্মরি
শোকরাশি বঙ্গবাসী নাশি স্থিরহৃদয়ে,
মরণ জীবন আর ভাল মন্দ কি প্রকার (১)
কর্ম্মের উদ্যমে বুঝি গেলা নিজনিলয়ে।

ইতি ভূদেব নির্ব্বাণ কাব্যে
"বঙ্গবিলাপ" নামক
প্রথম সর্গ ॥

—(০)—

(১) মরণ জীবণ—মরণ = প্রকৃতভাব, অতএব ভাল ; জীবন-বিকৃতভাব অতএব মন্দ।

দ্বিতীয় সর্গ।

(সংসার ও স্বর্গ)



(১—৪) ভূদেবকে লইয়া গঙ্গাদেবীর দিব্যধাম স্বর্গে গমন। (৫—১৮) উর্দ্ধ হইতে দেবীর সংসার দর্শন ও উপদেশ প্রদান—সংসারের কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর উল্লেখ। (১৯—২৭) দেবীর পরিদৃষ্ট স্বর্গ পথ বর্ণনা।

(১)

পুত্র রত্ন (১) লয়ে কোলে নিশ্চয় যেতেছে চলে
দিব্যদেবধামে এবে মকরবাহিনী (২)
আরোহিয়া যাদোবর (৩) সুবর্ণের জ্যোতির্ধর
মন্দাকিনী মহাদেব মৌলিনিবাসিনী।

(২)

বৃথা আর্ত্তনাদে অতি ব্যাকুল ব্যাকুল বান্ধব প্রতি,—
করুণা রূপিনী দেবী সুরতরঙ্গিণী—
সুতাদি সকলে মাতা কহেন প্রবোধ কথা
নাশিয়া সবার শোক, মৃদুলভাষিণী।

---

(১) পুত্ররত্ন—নরশ্রেষ্ঠ ভূদেব (২) মকরবাহিনী—গঙ্গা (৩) যাদোবর—জল জন্তুর প্রধান। যাদস্—জলজন্তু। (৪)প্রতিমূর্ত্ত—মূর্ত্তিমান্

(৩)

বিয়োগে শোকের মত প্রতিমূর্ত্ত-(৪) কায় যত
সমাগত জনগণে প্রবুদ্ধ করিয়া—
অথবা পুত্রের দেহে হাত বুলাইয়া স্নেহে—
—সুশীতল উর্ম্মিরূপ বাহু প্রসারিয়া—

(৪)

অপূর্ব্ব আশ্রমে গতি তাই সদা শান্তমতি
পুত্রধনে দেখাইছে নভ সুরঞ্জিত.
খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাগ প্রগাঢ় নীলিম রাগ;
রম্য চন্দ্রাতপ যেন বিধাতৃচিত্রিত ।

(৫)

সুতাদির দুঃখ হেরে দয়াময়ী কৃপা ক'রে
মধুর মৃদুলস্বরে বলিছে সবায়—
"ছাড়ি চিরসুখধাম কার'বল হয় কাম
বসতি করিতে এই অনিত্য ধরায় ?

(৬)

"ঘরে ঘরে ধরাপর সুখ দুঃখ নিরন্তর
কুলাল (১) চক্রের ন্যায় করে আবর্ত্তন,

কুলাল—কুম্ভকার।

বসন্তের মন্দানিলে প্রফুল্ল মঞ্জরীদলে
শীতের পল্লবহীন রসাল যেমন।

(৭)

"দেখ হেথা দিনমণি সরোবরে সরোজিনী
বিকাশিয়া সুরুচির নয়নরঞ্জন,
শেষে পরিণামে, হায়! বিষাদিনী করি তায়
পুনরায় অস্তাচলে করয়ে গমন।

(৮)

"কুমুদিনী-প্রাণ পতি ত্যজি কুমুদিনী সতী
বিধির বিধানবশে যামিনী বিগতে,
জানায় জগত-জনে সুখ লাভ দুঃখ বিনে
কভু নাহি হয় এই অনিত্য জগতে।

(৯)

"কাম সদা এ জগতে মানবের মনপথে
প্রবেশি চোরের ন্যায় আত্মনিকেতনে।
অলক্ষিত ভাবে বলে হরণ করয়ে ছলে
মানবের সুবিমল বিজ্ঞান-রতনে।

(১০)

"ক্রোধ মত্তকরিপ্রায় দিবানিশি এ ধরায়
মানস সরসী তটে গিয়ে অবিরত,

অবকাশ লভি পরে নামি জলে সরোবরে
সদ্ভাব কমল দলে করে বিদলিত।

(১১)

"লোভ মানবের মনে দেখাইয়া অনুক্ষণে
সংসার মরুভূমাঝে নানা প্রলোভন,
তথা মৃগ-তৃষ্ণিকায় (২) বিড়ম্বিত করে, হায়!
কে চায় থাকিতে বল তাহার সদন?

(১২)

"মোহরূপী যাদুকর এই ভবে নিরন্তর
দেখাইয়া ইন্দ্রজাল লোকে নানারূপে,
হরিয়া বিজ্ঞান ধন করে তারে নিমগন
পঙ্কিল বিষয়রূপ চির-অন্ধকূপে।

(১৩)

"মদ বরাহের মত উঠাইয়া অবিরত
হৃদয় উর্ব্বর ভূমি হতে ভক্তিমূল,
সমূলে ভক্ষণ করে বল, বৎস, যে সংসারে
সে সংসারে চিরবাসে হয় কি প্রতুল (১)?

(২) মৃগতৃষ্ণিকা—মরীচিকা; মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশিতে জল ভ্রম।

(১) প্রতুল—মঙ্গল।

(১৪)

"মাৎসর্য্য গৃধ্রের মত ঘুরি ফিরি ইতস্ততঃ
জ্ঞানচক্ষু মানবের করে উৎপাটন,
তাই তত্ত্বমূঢ়প্রায় ফিরে তারা এ ধরায়
ভাবিয়া ভৌতিক দ্রব্য প্রাণের মতন।

(১৫)

"হিংসা, বৎস, এ ভুবনে সদা মানবের মনে
ব্যথা দেয় পরদ্বেষ-তীক্ষ্ণ-শলাকায়;
প্রগল্‌ভা যুবতি যথা বলি মর্ম্মভেদি-কথা
দেয় ব্যথা জরাজীর্ণ পতির হিয়ায়।

(১৬)

"বাসনা এ ধরা মাঝে সাজিয়া গণিকা—সাজে (৩)
কল্পনাসহরে সৌধ (৪) নিরমাণ করে,
দেখাইয়া প্রলোভন কেড়ে লয়ে ধর্ম্মধন,
ডুবায় মানবে ঘোর পাপের সাগরে।

(১৭)

"এইত ভবের গতি! তবে কেহ এ বসতি
ছাড়িয়া যাইলে কেন ব্যাকুল-হৃদয়?

(৩) গণিকা—বেশ্যা, বারবণিতা। (৩) সৌধ—বড়বাড়ী।

জরা ব্যাধি মরণেতে ভোগি দুঃখ নানামতে
বীতরাগ হয় যথা মানব-নিচয়।

(১৮)

"নিত্য সত্যে দৃষ্টি স্থির জীবন্মুক্ত তাই ধীর
ভূদেব বিরক্ত হয়ে সংসারের নামে,
পরিপূর্ণ হলে কাল ছিঁড়ি দৃঢ় মায়াজাল,
এবে যাইতেছে সেই চির শান্তিধামে।"

(১৯)

এরূপে প্রবোধি সবে, সন্তানের প্রতি তবে
কহিছেন মাতা স্বর্গপথ দেখাইয়া,—
"বালারুণে সুরঞ্জিত মনোরম স্বর্গপথ;
সুশীতল সমীরণ আসিছে বহিয়া।

(২০)

"অই দেখ, প্রিয়তম, মেঘমালা মনোরম
সাজিয়াছে স্তরে স্তরে সমীরণভরে;
যেন, বৎস, তব তরে পূর্ব্বেই রেখেছে করে
স্বর্গের সোপান শ্রেণী সুনীল প্রস্তরে।

(২১)

"কোথাও অরুণরাগ (১) দেখহ পয়োদভাগ (২)
অরুণ কিরণে আহা কেমন সুন্দর!
দেবেন্দ্রের রোষ গতে আবার সাগর হতে
উঠিল কি হিরণ্ময় মৈনাক-(৩) শেখর?

(২২)

কোথাও বা বায়ু-ভরে চারিদিক শোভা ক'রে
জলদ (৫) গজাদি [৬] মূর্ত্তি করেছে ধারণ ;
তব অভ্যর্থনা তরে দেবেন্দ্র আদর করে
পূর্ব্বে বুঝি সৈন্যদলে করেছে প্রেরণ ?

(২৩)

"দেখ, দেখ, নিমে যেতে ত্যজি পৃথ্বী সুদূরেতে
স্বর্গের সুরম্য মার্গে করিতে গমন,
গগন বিহারী যানে উঠি মোরা দুইজনে
নব জলধর তলে এসেছি এখন !

(২৪)

অই দেখ অন্য স্থলে গগনে যেতেছে চলে
দ্রুতবেগে মেঘখণ্ড ধবল বরণ ;
ইন্দ্রালয়ে ইন্দ্রকাছে যেন আগে যাইতেছে
তোমার গমন বার্ত্তা করিয়া বহন।

---

(১) অরুণ রাগ—রক্তবর্ণ। (২) পয়োদ ভাগ—মেঘখণ্ড।
(৪) ইন্দ্রকর্ত্তৃক পক্ষচ্ছেদনভয়ে মৈনাকপর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিয়া ছিল।
(৫) জলদ—মেঘ। (৬) গজাদি মূর্ত্তি—অনেক সময়ে আকাশের মেঘ গজ ও অশ্ব প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

(২৫)

"কয়, বৎস, এইক্ষণ পথশ্রান্তি বিনোদন
এইখানে কিছুকাল বিশ্রাম লভিয়া;
পয়োদ (৭) কণিকাবহ মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধবহ (৮)
আনন্দ উৎফুল্ল মনে সেবন করিয়া।

(২৬)

"অদূরেই স্বর্গধাম; ঊর্দ্ধে মেঘ অভিরাম;
দেখ দৃশ্য নীচে তব কিবা শোভাময়!
তরু গুল্ম লতাভরা সুবিশাল বসুন্ধরা
যেন শ্যাম শষ্যাখানি হেন মনে হয়।

(২৭)

"এ সংসার ক্ষুদ্রতম, তাহার কি আছে ভ্রম?
যেখানে চলেছি যাই চল এবে সত্বরে;
চিরশান্তি সুখময় নিত্যানন্দ নিরাময়
সে ধাম; এখন, বৎস, তাই ভাব অন্তরে।

ইতি ভূদেব-নির্ব্বাণ কাব্যে
"সংসার ও স্বর্গ" নামক
দ্বিতীয় সর্গ।

---

(৭) পয়োদ—মেঘ। (৮) গন্ধবহ=বায়ু।

তৃতীয় সর্গ।

প্রবৃত্তিমার্গ কথন।

(অযোধ্যা ও চিতোর)।



(১—১২) গঙ্গাদেবীর বিলুপ্ত গৌরব অযোধ্যা ও রামচন্দ্রের কর্ম্মলক্ষ্মী বর্ণনা। (১৩) বিন্ধ্যাচল দর্শন। (১৪-১৯)। চিতোরের উদয় সিংহ, প্রতাপসিংহ, পদ্মিনী, কর্ম্মবতী প্রভৃতির দৃষ্টান্তের উল্লেখ; (২০—২২) ও কর্ম্মভূমি ভারতের পুরুষার্থ সাধনের প্রতিপাদন এবং ভূদেবের প্রবৃত্তি প্রশংসা।

[১]

"অনিত্য সংসার ধাম—অনিশ্চিত পরিণাম!"
জাহ্নবী আনন্দময়ী বলিছে তখন,—
"পার্থিব বিষয় যত দেখায় তৃণের মত
শ্রীরামের কর্ম্মলক্ষ্মী করিলে স্মরণ॥

[২]

"অই যে সুনীলকায় বনভূমি দেখা যায়
অযোধ্যা নগরী সেই রামনিকেতন;
অদ্ভুত মানবলীলা যেইখানে প্রকাশিলা
স্বয়ং সদয় হয়ে সত্য সনাতন!

(৩)

"রক্ষিবারে জনগণে জনমিয়া যেইখানে
সমূলে নির্ম্মূল করি নিশাচরচয়,
দয়া-অবতার হরি শ্রীরাম রাবণ-অরি
প্রকাশিলা ধর্ম্মপথ পবিত্রতাময়।

(৪)

"শৈশবে অকুতোভয়ে যিনি দৃঢ় ব্রত লয়ে
ঋষিদের তপোবিঘ্ন করিতে সংহার,
তপস্যার অন্তরায় বধি রক্ষ তাড়কায়
বিপুল বিক্রম ভবে করিলা বিস্তার।

(৫)

"গৌতমী পাষাণী ছিল পুনরায় উদ্ধারিল
চরণ কমল রেণু পরশে যাহার,
সহস্রাক্ষলোভনীয় পূর্ব্বমূর্ত্তি রমণীয়
পেয়ে পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের বলে আপনার

(৬)

"হর ধনু ভাঙ্গি যত্নে পণপ্রাপ্তকন্যারত্নে
সমুদ্র মন্থনে লব্ধ কমলাসমান,
গুরু আজ্ঞা না পাইয়ে সহসা অগ্রণী হ'য়ে
অনিচ্ছু হইলা যিনি করিতে আদান!

(৭)

"দুষ্টক্ষত্র কুলনাশে ভার্গবের কার্য্যশেষে—
সংযত ক্ষত্রিয় হস্তে পৃথিবী পালন—
প্রতিষ্ঠিয়া পুনরায়, রাখি বর্ণাশ্রম তায়,
রাম রাজ্য আদর্শের করিলা সূচন।

(৮)

"দারুণ বিমাতৃ বাণী পালন করিয়া যিনি
জনকে গৌরব ভক্তি করি প্রদর্শন,
পরিয়া বল্কলবাস, গেলা চলি বনবাস,
ত্যজিয়া আপন রাজ্য লোষ্টের মতন ॥

(৯)

"থাকিতে যাঁহার সনে,—কি ভবনে কিবা বনে—
প্রেমময়ী উর্ম্মিলায় করিলা হতাশ,
লক্ষ্মণ অগ্রজ রত হয়ে যাঁর অনুগত
ভ্রাতৃভক্তিপরাকাষ্ঠা করিলা প্রকাশ।

(১০)

"কোথা রাম দেব-অংশ, সূর্য্যবংশ-অবতংস!
কোথা বা গুহকরাজ নিষাদ-সন্তান,
উচ্চ জানিয়াই মনে সমাদরে আলিঙ্গনে
বাড়াইয়াছিলা যিনি ভক্তের সম্মান!

তৃতীয় সর্গ।

(১১)

"দাদা ফিরে চল ঘরে—বলিলে কাতর স্বরে
ভরতে বলিলা যিনি বিমল ভারতী ; (১)
গোমুখীর (২) মুখ হতে অনর্গল পাতালেতে
ছুটিল পবিত্র ধারে যেন ভাগীরথী।

(১২)

"কোথা সেই গুণধাম বিক্রমকেশরী রাম
কোথা ব' লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভকতিপ্রবণ।
সে কোশলপুরে, হায়, ক'জন দেখিতে পায়,
তাঁদের চরণ চিহ্ন পৃথিবী-পাবন ?

(১৩)

"অহো কিবা শোভাময়, যেন মেঘমালাচয়
মনোরম বিন্ধ্যাচল অই দেখা যায় !
আঁচলে চোখের জল মুছি দুঃখে অবিরল
বিরাজ করেন বিন্ধ্যবাসিনী (৩) যথায়।

(১৪)

"তাহার অদূরদেশে চিতোরে বীরের বেশে
প্রতাপসিংহেরে দেখ ক্ষত্রকুলরবি,

---

(১) ভাবতী—বাক্য। (২) গোমুখী—গঙ্গার উৎপত্তি স্থান (৩) ি ন্ধ্যবাসিনী- দেবী। (৪) ইন্ধন—কাষ্ঠাদি (৫) উদয় ও প্রতাপসিংহের কথা, ইতিহাস প্রসিদ্ধ। প্রতাপেব রণকৌশল, সাহসিকতা ও উৎসাহ এবং উদয়সিংহের ভীরতা ও যুদ্ধবিমুখতা সকলেই জানেন।

যবন-ইন্ধনে (৪) তাপ দিয়ে দর্পে যে প্রতাপ (৫)
মুদেছে নয়ন রাখি কালপটে ছবি !

(১৫)

"অবশ্য দুর্ভাগ্য বটে সেইকাল চিত্রপটে
উদয়ের নাম চিহ্ন আছে এক পাশে,
হায়, যে নগরচয় ছিল নিত্য শোভাময়
অশিবশিবার (৬,৭) রাব সেখানে দিবসে

(১৬)

"অহো কি দৈবের গতি—এখানে পদ্মিনী সতী
সতীত্ব সম্মান তরে হয়ে উন্মাদিনী,
আপন কোমল কায় হুতাশে [৮] আহুতিপ্রায়
পরিশেষে প্রদানিলা সতী সীমন্তিনী !

(১৭)

"হা কষ্ট সে সব ভাবি—রাজস্থানে কর্ম্মদেবী
সুলাবণ্য বীর্য্যবতী করিলা মনন,
যবন শোণিত ধারে অবগাহি করিবারে
অবলার দুর্ব্বলতা কলঙ্কভঞ্জন ;

(৬) শিবা=শৃগাল। (৭) রাব—শব্দ। (৮) হুতাশ—অগ্নি

তৃতীয় সর্গ।

(১৮)

"যবন কলঙ্ক কালী পাছে যশে দেয় কালী
সেই ভয়ে কর্ণাবতী এই পুণ্যভূমে, (১)
সখীজন সঙ্গে করি আরোহিয়া বহ্নিতরী
বৈকুণ্ঠে চলিলা লভি পুণ্য পরিণামে।

(১৯)

"দিনে দিনে অতি দীন এখন সে শোভাহীন
চিতোর দেখিয়া দুঃখ হয় না কি মনে ?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা মোর বড় হয় ব্যাথা
অবিরল ধারে জল বহে দুনয়নে !

(২০)

"এ ভারত কর্ম্মভূমি [২] কত বা দেখিবে তুমি ?
কর্ম্মের গৌরব, বৎস, এখানেই যত ;
প্রবৃত্তিনিবৃত্তিময় [৩] পুরুষার্থ [৪] চতুষ্টয়
ভারতের কাছেইত শিখেছে জগত।

---

(১) পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী ও কর্ণাবতীর কথাপ্রসঙ্গে "রাজস্থান" দ্রষ্টব্য।

(২) ভারত কর্ম্মভূমি এবং তদ্‌ভিন্ন অন্যদেশ ভোগভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। (৩) প্রবৃত্তিনিবৃত্তিময়—ধর্ম্ম কতকগুলি করণীয় ও কতকগুলি বর্জ্জনীয়। (৪) পুরুষার্থ = ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

(২১)

"বর্ণাশ্রম নিবন্ধন পুরুষার্থ প্রয়োজন
সে সব শিখিয়ে তুমি শিখায়েছ সবে,
আত্মা কিম্বা পরিবার সমাজ বা সদাচার (৫)
শিখায়েছ সংসারের সার বস্তু ভবে।

(২২)

"তোমারি কল্যাণে পরে এ দেশের রত্নাকরে
পরিপক্ক কত রত্ন কালে কালে ফলিবে ;-
থাকুক্ সে সব কথা—চলনা যাইব তথা ;
রত্নাকর মাঝে অই রক্ষোরত্নে হেরিতে ॥

—00—

ইতি ভূদেব নির্ব্বাণ কাব্যে "প্রবৃত্তিমার্গ কথন"
নামক তৃতীয় সর্গ ॥

—ঃঃ—

(৫) ভূদেব-প্রণীত বিবিধ পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ সর্গ।

নিবৃত্তিমার্গবর্ণন।

(লঙ্কা ও রাবণ)



(১—১৭) লঙ্কাপুরীর বর্ণনা—শিল্পিদেবের অপূর্ব্ব কৌশল। (১৮—৩৩) রাবণেরঐশ্বর্য্য ও ধ্বংস বর্ণনা। (৩৪—৩৫) জগতের অনিত্যত প্রতিপাদন ও নিবৃত্তির আংশসা জ্ঞাপন।

[১]

গভীর স্নেহের বাণী, বলে মাতা মন্দাকিনী ;
পুলকিত শুনি পুত্র ভূদেব তখন।
আবার জাহ্নবী মাতা গাহিয়া নিবৃত্তি-গাথা (১)
ধীরে ধীরে পুত্ররত্নে বলিলা বচনঃ—

[২]

"সুদূরে বারিধি মাঝে সাজিত সুরম্য সাজে
দেবারি রাক্ষসপুরী ত্রিদিবসমান (২) ;
স্রোতে মৃতদেহপ্রায় অই দেখ দেখা যায়
কর্ব্বূর (৩) কণকলঙ্কা যেন ভাসমান।

---

(১) নিবৃত্তিগাথা—পাপ হইতে নিবৃত্তি-বোধক উদাহরণ।

(২) ত্রিদিব-স্বর্গ। (৩) কর্ব্বূর—রাক্ষস।

ভূদেব-নির্ব্বাণ।

[৩]

"অই নীল পারাবার (৪) দুকূল বসন তার,
ফেনপুঞ্জ কাঞ্চী (৫) শোভা করিত বৰ্দ্ধন ;
বিজয়কেতনকর (৭) তুলি নভে নিরন্তর
শত্রু-অভিযান যেন করিত বারণ।

[৪]

ছিল রক্ষঃ কুলরবি সুনীলজলদছবি
নির্জ্জিত করিয়া নিজ বিপক্ষনিকরে, (৭)
স্বরগে সমর-দক্ষ লভি যশ যেই রক্ষ
সুরেন্দ্র লক্ষ্মীরো কেশ আকর্ষণ করে।

[৫]

তথায় সমুদ্রকূলে আসি মন-কুতূহলে
ধনুকরে রক্ষ সুত ধনুর্দ্ধরগণ,
নিরন্তর শরজালে রোধি সৌরকরজালে (৮)
করিত অকালমেঘে আচ্ছন্ন গগন।

[৬]

হয়ে গৃহ বাহির্ভূত তথা নৈকষেয়-সুত (৯)
বীরদর্পে—ঘনযুক্ত বিভাকর সম,
শরপাতে নিরবধি জলধির স্রোত রোধি
বিস্তার করিত নিজ বাহুর বিক্রম।

---

[৪] পারাবার—সমুদ্র। [৫] দুকূল-পট্টবস্ত্র। কাঞ্চী-চন্দ্রহার। [৬] বিজয়কেতনকর—জয় পতাকারূপ বাহু। [৭] নিকর-সমূহ। [৮] সৌরকরজালে—সূর্য্যের কিরণমালাকে। [৯] নৈকষেয় সুত-রাবণ, নিকষার পুত্র।

চতুর্থ সর্গ।

[৭]

জ্বলন্ত অনল-জ্বালা সূর্য্যকান্ত মণিমালা-
মণ্ডিত তোরণে লঙ্কা শোভিত তখন ;
উজ্জল মুকুতা হার পরি গলে অনিবার
রাজার মহিষী যেন নয়ন-রঞ্জন।

[৮]

উজ্জল সটার ছটা পরিপাটী ঘনঘটা-
বিমণ্ডিতসিংহ দুটি তোরণের গায়,
ত্রিভুবন বীরগর্ব্ব হেলায় করিয়া খর্ব্ব
মুখের ভঙ্গিতে, সদা থাকিত তথায়।

[৯]

"ছলেও ত্রিলোক-পতি শিবমূর্ত্তি রক্ষপতি
স্থাপিলা তোরণে নিজ ; ভকতি বৎসল—
রক্ষ সীমন্তিনী (৩) যার মথি ভক্তি পারাবার
সেবিত কোমল-করে চরণ-কমল ;—

[১০]

যে চরণ অনুক্ষণ করি সুখে বিলোকন
(৪) দোবারিকা ভদ্রকালা (৫) নৃমুণ্ডমালিনী,

(৩) সীমন্তিনী = স্ত্রী। (৪) দৌবারিকী = দ্বাররক্ষিকা।
(৫) নৃমুণ্ডমালিনী = নরমস্তকের মালাধারিণী।

বদ্ধ হয়ে ভক্তিপাশে ছিল তথা চিরবাসে
শঙ্করবিরহব্যথা মনে নাহি গণি।

[১১]

বিশাল জলদ মত নগর প্রহরী যত
দামিনা নিন্দিয়া ছলে দশনবিভায়,
করি ভীম ঘননাদ (৭) পরাভবি ঘননাদ (৮)
নিরোধিত আপদেরো উদয় যথায়।

(১২)

"করিয়া ত্রিলোক জয় ভুজবলে, গর্ব্বময়
সমর প্রাঙ্গণ পার্শ্বে থাকিত তথায়,
রত্নরাজি বিমণ্ডিত, যুদ্ধ সাজ সুসজ্জিত,
নবীন নীরদ কান্তি (১০) সেনা সমুদায়।

(১৩)

"অসংখ্য তারকা দল-বিকাসনে সুবিমল
সুনীল দিগন্তবেশ করিয়া ধারণ,
বিরহিত মেঘ-আভা (১) বঞ্চিতকৌমুদী-শোভা (২)
নিশীথ গগনমূর্ত্তি যেন সুশোভন।

---

(৬) দামিনী-সৌদামিনা; বিদ্যুৎ। (৭) ঘন—গম্ভীর; (৮) ঘন—মেঘ। [১০] নীরদ কান্তি—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

[১] বিরহিতমেঘআভা—মেঘহীন। [২] বঞ্চিতকৌমুদী শোভা—জ্যোৎস্নাহীন।

চতুর্থ সর্গ।

(১৪)

"শুভ্রবর্ণ-আস্তরণে সভাগৃহে যেইখানে
শোভিত রাজার মন্ত্রী পাত্র মিত্রগণ ;
সুবিমল সরোবরে সুষমা বিস্তার ক'রে
শোভে বিকসিত নীলকমল যেমন।

(১৫)

"মনোরম সিংহাসনে সমাসীন দশাননে
দেখিয়া নয়ন ভ'রে পারিষদগণ—
বিরাজিত যেইখানে, উদয়-অচল পানে
সরোজপতিরে দেখি সরোজ যেমন।

(১৬)

"লঙ্কার অদ্ভুত দৃশ্য, যাহে মুগ্ধ সর্ব্ববিশ্ব,
কেমনে বর্ণিব কিবা শকতি আমার ?
যে কবি কল্পনাবশে নন্দন কাননো পশে
তাহারো অগম্য, ~~দেখি,~~ কি বলিব আর!

(১৭)

"শিল্পীদেব (৩) নিজে আসি লয়ে নানা রত্নরাশি
কণকখচিততল (৪) রচিলা মন্দির,

শিল্পীদেব = বিশ্বকর্ম্মা। [৪] কনকখচিততল = সুবর্ণমণ্ডিত [সোনার] মেজে যুক্ত।

অন্তরে রতনচয় হিমাবৃত হিমালয়
তুলনায় তার কাছে হয় নত-শির ।

(১৮)

"অনুকূল রামাকুল হয়ে যথা কামাকুল
ত্যজি অন্যে, সমাশ্রয় করে প্রিয়তমে ,
ত্যজিয়া বাসবে তথা, সদা তার অনুগতা
জয়লক্ষ্মী গর্ব্বময়ী ছিল ধরাধামে ।

(১৯)

"ত্রিলোকসৌন্দর্য্যময় সংগ্রহিয়া রত্নচয়
সাজাইলা স্বর্ণলঙ্কা নিশাচররাজ,
গৌরবে আপন করে সোহাগে আদর ভরে
কান্ত যথা কান্তাদেহে দেয় নানা সাজ ।

(২০)

"সন্তান বধূর আশ পূরাইতে করি আশ
সন্তান-কুসুমরত্ন আনিলা যতনে ;
যাহে রক্ষকুলবতী শোভিলা বিলাসে অতি
প্রফুল্ল কমলকল্প নানা বিভূষণে ।

(২১)

"পুষ্পগন্ধি সুশীতল সমীরণ অবিরল
রমণীর বস্ত্রাঞ্চল করি সঞ্চালন,
বহি মৃদু মন্দরূপে করি স্তুতি রক্ষোভূপে
অন্তরে অনঙ্গভাব করিত দীপন।

(২২)

"ইন্দ্রপ্রেমে নিগমন স্বর্গের অপ্সরোগণ
বিষম বিরহব্যথা চাপি হৃদয়েতে,
রক্ষ-অঙ্কে অনিচ্ছায় পশিত সকলে হায়!
ভীতা নববধূ যথা স্বামীর অঙ্কেতে।

(২৩)

"আলিঙ্গনে লুব্ধমন ভীষণ রাক্ষসগণ
সুরবালাগণে বলে করিলে হরণ,
হয়ে পূর্ব্বশোভাহারা বহুকাল ছিল তারা
করিবরবিদলিত পদ্মিনী যেমন।

(২৪)

"কুসুমকাননগেহে সুরবরো শীর্ণদেহে
বঞ্চিত হইয়া নিজ স্বর্গীয় শোভায়,
না লয়ে কুসুমদলে গলদশ্রুমুক্তাফলে
গাঁথি মালা দুঃখে ভয়ে থাকিত তথায়।

(২৫)

"মন্দোদরী মনস্কাম পূরাতে মন্দারদাম
স্বর্গ হতে রক্ষোরাজে চন্দ্র আনি দিত;
লয়ে সে ফুলের ডালা গাঁথিতে গাঁথিতে মালা
সুতপ্ত নিঃশ্বাসে তারে মলিন করিত।

(২৬)

"স্বর্ণলঙ্কা-চারিধার ব্যাপিয়া যে পারাবার
সুনীল সলিলধারা করিত ধারণ,
মৃদুল তরঙ্গকরে রক্ষপাদ ধৌত ক'রে
মলিন বিবর্ণ এবে দুঃখের কারণ।

(২৭)

"নরের অমূল্য প্রাণ, তৃণ হেন করি জ্ঞান,
হরণ করিয়া তুষ্ট হ'ত দুষ্ট যম,
সেও এ রাবণালয়ে অশ্বতৃণহারী (১) হয়ে
কাটাইত কাল ভুলি গৌরব বিক্রম।

(২৮)

"ধনেশ কুবের এবে সভয়ে রাবণে সেবে
হারাইয়া নিজ সুখ সৌভাগ্য সম্ভার ;
বশীভূত হলে ফণী তাহার মাথার মণি
ফণিধর (২) কভুও কি করে পরিহার (৩) ?

(২৯)

"উগ্রাতপ অংশুমান্ (৪) সভয়ে করিত দান
সুখদ কিরণজাল রাবণ-নিলয়ে,

[১] অশ্বতৃণহারী=ঘাসিয়াড়া।

[২] ফণিধর=সাপুড়ে। [৩] পরিহার=পরিত্যাগ।

[৪] উগ্রাতপ অংশুমান্—তীক্ষ্ণকর সূর্য্য।

যার তেজ-তুলনায় পরাভূত হ'ত হায়!
মার্ত্তণ্ডের চণ্ডতেজো নিদাঘ সময়ে।

(৩০)

"পূর্ণকল (২) শশধর বিতরি শীতল কর,
নিশার তিমির সদা করিত হরণ;
না থাইয়া এককালে সঞ্চিত কৌমুদীজালে
লভিত প্রমোদ অতি রক্ষপৌরজন।

(৩১)

"যার কোপ দৃষ্টিজালে পড়িয়াই পুরাকালে
পথের ভিখারী হল শ্রীবৎস রাজন্,
সেই দুষ্ট শনৈশ্চর হইয়া রজকবর
রাবণ-রমণী-বস্ত্র করিত ক্ষালন।

(৩২)

"হয়ে সদা গর্ব্বময় করিল যে লোকজয়,
লঙ্কার জীবন-কল্প কোথা সে রাবণ?
হলে রাজা হীনবল কেমনে থাকিবে, বল,
বল (৩) বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি অনুচরগণ?

[২] পূর্ণকল—ষোলকলায় পরিপূর্ণ। [৩] বল—[দ্ব্যর্থ] শক্তি ও সৈন্য

(৩৩)

"দিনে দিনে সেইখানে শ্রীরামের তীক্ষ্ণবাণে
　　দুর্ব্বার কর্ব্বুরকুল হইল নির্ম্মূল ;
গৌরব পতাকা তা'র কিছু না রহিল আর,
　　নামেই কেবল লঙ্কা থাকিল বিপুল।

(৩৪)

"দেখি, বৎস গুণধাম, লঙ্কার এ পরিণাম,
　　ভববাস বাসনা কে না করে বর্জ্জন,—
মানবের মর্ম্মস্থানে সদা তীক্ষ্ণ শোকবাণে
　　দেয় ব্যথা, দেখায়ে যে নানা প্রলোভন ?

(৩৫)

"ক্ষণজন্মা তুমি * ভবে, আর কি দেখাব তবে ?
　　জগৎ অনিত্য ; তব, না ছিল সংশয় ;
থাকি এই ধরাপর যেই ফল লভে নর
　　শাস্ত্রমতে, দেখ এবে সেই সমুদয়।"

—••—

ইতি ভূদেব নির্ব্বাণ কাব্যে "নিবৃত্তি মার্গ বর্ণন"
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

ধর্ম্মরাজপুরী গমন।

(১) গমনের উদ্দেশ্য (২—৪) যমপুরীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পন্থা। (৫—১০) বৈতরণীর পথ। (১১—১৬) বৈতরণী প্রভৃতির নানা বিষাদ দৃশ্য। (১৭—২৩) যমালয় ও পাপের শাস্তি।

(১)

এত বলি পুত্র সনে
সেই যমনিকেতনে
যাইতে যাইতে দেবী বলিলা বচন,—
"আমাদের দেব দেহ
দেখি যদি পাপি কেহ
হয় মুক্ত, তাই যুক্ত (১) লাভের কারণ।

(২)

"ভীষণ যাতনাময়
অই দেখ যমালয়
সম্মুখে সুতপ্ত লৌহ পথ বিদ্যমান্;
জ্বলন্ত অনলরাশি
উগারিছে দিবানিশি
পাপীর দুঃখের এই প্রথম সোপান।

(১) যুক্ত—উপযুক্ত।

(৩)

"দ্বিতীয় শরণি (২) হায়
অই দেখ দেখা যায়
পাপীর রুধিরলিপ্তশঙ্কু (৩) সমাবৃত !
যেন ভীম রক্ষোগণ
করি দন্ত বিকাশন
আসিছে করিতে পান কবোষ্ণ শোণিত।

(৪)

যে পথের চারিধারে
জ্বলে বহ্নি ভীমাকারে
অই সে তৃতীয় পন্থা কর বিলোকন ;
পাপোদ্যানবিহারিণী
যেন দুষ্ট-নিতম্বিনী
পাপাত্মার পাপবাঞ্ছা যে করে হরণ।

(৫)

অই দেখ অতঃপর
সূর্য্যের প্রখর কর
সূচীসম করে বিদ্ধ পাপীর শরীরে ;

(২) শরণি (সরণি)—পথ। (৩) শঙ্কু—শলাকা।

নতুবা রুধিরপাত
কেন দেহে অকস্মাৎ
প্রস্রবণপ্রায় যেন গিরিরাজশিরে।

(৬)

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে
তপ্ত হয়ে পরিতাপে,
জলবিনে ছায়াহীনে প্রেতসন্নিধানে।
অই দেখ তৃষাকুল
যত দুষ্ট পাপিকুল
পাইতেছে মনোমাঝে তৃপ্তি অশ্রুপানে।

(৭)

"দূরপথপবিশ্রমে
শুষ্কতালু হয়ে ক্রমে
রসহীন লোলজিহ্বা বিলোলিত করে,
উৎসুক হইয়া কেহ
দ্রববসা (৪) লিপ্তদেহ
লেহন করিছে হেথা ধবি পরস্পরে।

---

(৪) বসা = চর্ব্বি।

(৮)

"ক্ষুধায় কাতর কেহ,
দেখ অতি শীর্ণ দেহ,
তবু তারে ধরি মারে যমদূতগণ ;
শান্তি-আশে কেহ, হায় !
পুন বহ্নি মাঝে যায় ;
হেরি এ যাতনা হয় চৈতন্যহরণ !

(৯)

"হিমপাতে সুশীতল,
দেখ পুনঃ কোন স্থল ;
উষ্ণত্ব আশায় পাপী যাইয়া তথায়,
তুষারসদৃশজনে
আলিঙ্গিয়া বিবসনে
ততোধিক ক্লেশ যেন পাইতেছে, হায় !

(১০)

মিলি সবে এই মতে
পাপকণ্টকিতপথে
বিষম ব্যথায়, হায় ! ভাসি নেত্রনীরে,
শীতল সলিল-আশে
চারিদিক হতে আসে
তৃষাকুল পাপিকুল বৈতরণীতীরে। (২)

২। "বৈতরণী—"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।" যম-পুরীর দ্বারেই বৈতরণী নদী ; ইহার জল অতি উষ্ণ।

(১১)

"দেখি মায়াময়ী নদী
তপ্ত-তোয়া নিরবধি
হইল সকলে, দেখ, আকুল পরাণ;
অলভ্যলাভের ফলে
যতনে হতাশ হলে
যাতনায় কেনা বল হয় ম্রিয়মাণ ?

(১২)

সুগন্ধের ঘ্রাণে হায়!
তৃপ্তি যেই নাসিকায়
দারুণদুর্গন্ধে তায় করি বিদারণ,
অই দেখ পূয়স্রোত
বহিতেছে ইতস্ততঃ
নরকে পাপীর কষ্ট হায় কি ভীষণ!

(১৩)

মনোজ্ঞপদার্থরাশি
যে নয়নপথে আসি
অন্তরে বিম্বিত হয়ে করে তৃপ্তি দান,
সে পথে রুধির ধারা
প্রবেশিয়া জ্ঞানহারা
করিতেছে; কি ভীষণ পাপ পরিণাম!

(১৪)

দেখি তটে মায়া-তরী
গিয়ে কাছে ত্বরা করি
না পারি উঠিতে, ডুবি হইল আকুল ;
শুদ্ধ পর-উপকার
কেবল উদ্দেশ্য যার
তাহাও দৈবের বশে হয় প্রতিকূল !

(১৫)

বাড়বাগ্নিতপ্তদেহ
ক্রন্দন করিছে কেহ ;
কুম্ভীরদংশনে অন্যে করিছে রোদন ;
মূর্চ্ছিত হইয়া হায় !
ঐই দেখ শবপ্রায়
ভাসিতেছে শত শত নারকি দুর্জ্জন !

(১৬)

বিষাদের দৃশ্য, হায় !
কতই না দেখা যায় ;
তোমারে দেখাতে সব ভয় পাই মনে ;
হৃদয়-আদর্শ'পরে
এ দুঃখের ছায়া প'ড়ে
পুণ্যাত্মারো ধৈর্য্যচ্যুতি হয় দরশনে।

(১৭)

"বিলম্বে কি প্রয়োজন ?
এবে স্থির করি মন
চল যাই সবে মিলি কৃতান্তনিলয়ে ;
সংসারপরশে গাত্র
হইয়াছে অপবিত্র ;
পবিত্র করিব হেরি তপনতনয়ে। (১)

(১৮)

"অই দেখ ধূমময়
দক্ষিণেই যমালয়—
পাপীর বিলাপ ধ্বনি যথা শুনা যায় ;
নিদয় কঠিনপ্রাণ
যমদণ্ড মূর্ত্তিমান
পাপসংশোধন তরে বিরাজে তথায়।

(১৯)

"গলে অস্থিমালাচয়
কোটরে নয়নদ্বয়,

[১] তপনতনয়—ধর্ম্মরাজ, যম।

অই যে ভীষণমূর্ত্তি দৌবারিকগণ, (২)
ভয়ঙ্কর বেশধারী
দাঁড়াইল পথছাড়ি,
আমাদের দিব্য দেহ করি বিলোকন।

(২০)

"অন্তে না দিলেও বলে,
দেখ বৎস, এই স্থলে
দেখিলেই যমপুরী হেন মনে হয়;
জিজ্ঞাসু হয়েও হায়!
যে ইহা দেখিতে যায়
নিমেষে ব্যাকুল হয় তাহারো হৃদয়।

(২১)

"সম্মুখেই নরকের
হইতেছে আমাদের
নয়নগোচর অই তড়াগের তীর;
দুরন্ত পাপিষ্ঠদের
জীর্ণ শীর্ণ শরীরের
প্রক্ষালিত পাপপঙ্কে কলুষিত-নীর। (৩)

[২] দৌবারিক—দ্বারবান্।

[৩] কলুষিতনীর—(বিণ) পঙ্কিলজলময়।

(২২)

"পুনঃ পুনঃ পাপাশন (৪)
দণ্ড বিষধরগণ (৫)
করিতেছে তাহাদিগে নির্দ্দয় দংশন ;
বিলাপে বিষন্ন-মন
আসেওনা কোনজন
দয়াগুণগ্রন্থিপটু, (৬) হায় কি ভীষণ !

(২৩)

"ভীষণ নরকধাম !
চল পাপ পরিণাম
পথে পথে যেতে যেতে দেখাইব এখানে ;
সর্ব্বদর্শী মহাপ্রাণ
হ'লে তুমি আগুয়ান
যাইবে অভীষ্ট দেশে নিরমল পরাণে।"

ইতি ভূদেব নির্ব্বাণ কাব্যে ধর্ম্মরাজপুরাগমন নামক
পঞ্চমসর্গ।



[৪] দণ্ড বিষধরগণ—শাস্তিরূপ সর্পসমূহ। [৫] পাপাশন=পাপভক্ষণ-কারী। [৬] দয়াগুণগ্রন্থিপটু—দয়ারূপ রজ্জু [অথবা উৎকর্ষ] দ্বারা বন্ধনক্ষম

ষষ্ঠ সর্গ।

পাপপরিণামবোধন।

(১) নরকের দুর্গতি (২—৬) বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, শ্লেষ্মাকুণ্ড, শুক্রকুণ্ড, অশ্রুকুণ্ড বর্ণন। [৭-১৩] পশুবধ, প্রখরা স্ত্রী, বিষ প্রয়োগ, বড়শীতে মাছধরা, নরহত্যা, গ্রামদাহ, পরনিন্দা প্রভৃতির শাস্তি কথন। (১৪-১৭) বারাঙ্গণার পরিণাম বর্ণন। (১৮—২৫) মদ্যপায়ী, অবিচারী ও অত্যাচারী দিগের শাস্তি বর্ণন। (২৬-২৭) ভূদেবের প্রতি গঙ্গার প্রশ্ন।

(১)

এইরূপে ভাগীরথী
নরকের কি দুর্গতি
যমরাজপুরী মাঝে করি দরশন,
কি পাপের কি যে ফল
বুঝাইতে সে সকল
আবার বলিলা দেবী করুণ বচনঃ—

(২)

"কি কষ্ট নরকে হায়!
পূর্ব্ব দিকে দেখা যায়
বাক্যানলে বান্ধবের মনোব্যথা দিয়ে,
সান্ধ্যসূর্য্য রক্তময়
লোহের গোলকচয়
গিলিছে ফেলিছে পাপী মুখে নিয়ে নিয়ে।

(৩)

"ক্ষুধায় কাতর জনে
সমাদরে সম্ভাষণে
জলবিন্দুপর্য্যন্ত ও না দিয়ে মানব,
অনাহারে জঠরের
উদ্দীপিত অনলের
কুণ্ডে যেন ভোজনান্তে দগ্ধ হয় সব।

(৪)

"উপাদেয় বস্তু পেয়ে
বন্ধুগণে প্রবঞ্চিয়ে
খেয়েছে যাহারা ভবে কুক্কুর সমান,
সেই সব পাপিগণ,
দেখ, হেথা অনুক্ষণ
নিষ্ঠীবনপূর্ণকুণ্ডে করে শ্লেষ্মা পান।

(৫)

"পরদারগামী জন
দেখ এবে খিন্ন মন ;
অপবিত্র রেতঃপূর্ণকুণ্ড মাঝে পড়ি,
ক্রিমিকীর্ণকলেবরে
শরীরে ধিক্কার করে
বিহ্বল হইয়া হেথা যায় গড়াগড়ি।

(৬)

হরিভক্তিরতজনে
কুটিল কটাক্ষ-সনে
লাঞ্ছনা দিবার চেষ্টা করিত যাহারা,
তাহাদের রোষানলে
সুতপ্ত নয়ন জলে
পরিপূর্ণ হ্রদে এবে পড়ি'ছ তাহারা।

(৭)

যজ্ঞ বিনা পশু নাশে
রসনার তৃপ্তি-আশে
যে তৃপ্তি লভেছে নর থাকিয়া সংসারে,
দেখ তাহা শত্রুরূপে
লালাময় মজ্জকূপে
পীড়ন করিছে এবে সেই পাপাত্মারে।

(৮)

মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে
ব্যথা দিয়ে পতি প্রাণে
মর্ত্ত্যধামে ছিল যত প্রগল্ভা যুবতী,
সে বাক্য কণ্টক প্রায় !
ফুটে এবে সর্ব্বগায় ;
দেখ হেথা তাহাদের পাপপরিণতি !

(৯)

ভুবনে বড়িশে বধি
মৎস্য-আদি নিরবধি
দেখ এবে সেই বধী, (১) বিদ্ধ বড়িশেতে
চঞ্চলাচপলাপ্রায়
সুখ-আশে কেন, হায়,
কেন দশা দেখা যায় মানবভাগ্যেতে !

(১০)

পরধনে লোভ করে
কিংবা অতি কোপভরে
ভূতলে বিনাশি নরে নরপতিগণ,
দেখ এ নরক মাঝে
কি কষ্টেই পড়ে আছে ;
নিহত বৃশ্চিক সেজে করিছে দংশন ;

(১১)

পর স্ত্রী নিতম্ব স্তনে
যাহারা কামার্ত্তমনে
সতৃষ্ণনয়নকোণে করে দরশন,

(১) বধী = বধকারী, হত্যাকারী।

দেখ, এই কুণ্ডে পড়ি
যায় তারা গড়াগড়ি ;
আসিয়া বায়সে মরি দংশিছে নয়ন !

(১২)

গ্রামদাহকারী জনে,
দেখ, হেথা এইক্ষণে
কৃতান্ত কিঙ্করগণে করিয়া বেষ্টন,
শস্ত্রাঘাতে জোর ক'রে
গাত্র খণ্ড খণ্ড করে
সুপক্ক কুষ্মাণ্ড যথা কবিরাজগণ।

(১৩)

পরনিন্দা অকারণ
করি ভবে দুষ্ট জন
বিষবাক্যে দংশিয়াছে নির্দ্দোষ মানবে,
দেখ, এবে সেই কথা
তাকেই দিতেছে ব্যথা
সুতীক্ষ্ণ সূচিকারূপে প্রতিকূল ভাবে।

(১৪)

লইয়া মদন ব্রত
করি পূর্ণ মনোরথ
পিশাচী রমণী যারা থাকিত ভুবনে,—

ষষ্ঠ সর্গ

কি যজ্ঞের কি যে ফল
না ভাবিয়া সে সকল,
বুঝিয়া পরম সুখ তাই মনে মনে,

(১৫)

তাদের যৌবন শোভা
নাহি আর মনোলোভা
দেখহ পিশঙ্গ রুক্ষ ক্রিমিময় কেশ !
ভীম রোষ রক্ত কায়
ভুজঙ্গম সমুদয়
দিতেছে সে নারীগণে যন্ত্রণা অশেষ।

(১৬)

অঙ্গের লাবণ্য রাশি
কোথায় গিয়াছে ভাসি !
তিলমধ্যে তৈলবৎ নাহি আর স্থির ;
যম-তৈলিকের ভয়ে
বুঝি এই পাপালয়ে
পেষণের পূর্ব্বেই তা হয়েছে বাহির।

(১৭)

জেনেও দুর্দ্দশা হেন
নর কামবাণে কেন
হতজ্ঞান হয়ে হয় পিশাচ অধম !

শিবকোপানলে, হায়!
হইলেও দগ্ধকায়
তবু কি তোমার, মার! গেলনা বিক্রম?

(১৮)

সুধাভাবি মধুপানে
যারা তুষ্টি লভি প্রাণে
শত্রুরূপী মিত্রমদে হইয়া উন্মদ,
হয়ে হত জ্ঞানবল
পশুবলে অবিরল
ঘটাইত পদে পদে পরের বিপদ।

(১৯)

কভু ওবা মনে মনে
মাতা সুতা ভগ্নীগণে
কামতৃপ্তিহেতু যা'রা ভাবিত উত্তম;
হায় তবে অতঃপর
কিবা পাপ গুরুতর!
আছে কি ইহারো পর সুরার বিক্রম?

(২০)

দেখ সেই পাপীগুলি
মরার মাথার খুলি
লয়ে সদা রক্ত তুলি করিতেছে পান;

ষষ্ঠ সর্গ।

সর্ব্বনাশী কি পিপাসা
খায় আর বাড়ে আশা
"এ যে কি বিষম তৃষা দগ্ধ করে প্রাণ।

(২১)

দেখি এ নরক ধাম,
পাপের কি পরিণাম
বুঝিলে ত গুণধাম। তবু কি এখন
ভু সবাসনা তব
নাহি গেল প্রিয়তম!
বলিয়া কহহ মোর সংশয় ভঞ্জন।"

(২২)

এত বলি অশ্রুমুখে
জাহ্নবী নারকি দুঃখে
দুঃখিতা, ভূদেব মুখে চাহি এক দৃষ্টিতে।
প্রেমা-শ্রু সিক্তকায়,
নিষ্কম্প-লতিকা প্রায়
দাঁড়াইয়া রহে তায় পুত্রবাক্য শুনিতে।

ইতি ভূদেবনির্ব্বাণকাব্যে "পাপপরিণাম-
বোধন" নামক ষষ্ঠসর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

পত্নী-সম্মেলন।

১—৬ গঙ্গাদেবীর নিকট ভূদেবের অন্তরের কথা-উভয়ের-ধর্ম্মরাজ সদনে গমন ও অভ্যর্থনা। ৩—৭ দেবীর ধর্ম্ম বকে সংবোধন। ৮—১৩ ধর্ম্মরাজের প্রত্যুত্তর এবং সকলের উত্তরাশ্রমে ভূদেবজায়ার সহিত সাক্ষাৎকার ১৪—২৬ সতীর সহিত ভূদেবের নানা সাংসারিক আলাপন এবং গঙ্গাদেবীর নির্দ্দেশ ক্রমে অমরাবতী প্রস্থান।

(১)

শুনিয়া এ সব কথা অন্তরে পাইয়া ব্যথা
বলিছে ভূদেব দুঃখে জাহ্নবী মাতারে ঃ—
"সংসার কামনালতা এবে মোর উন্মূলিতা;
পাপিব্যথা ব্যথা দিল হৃদয় মাঝারে।"

(২)

ভূদেবের মুখে শুনি হেনবাণী সুরধুনী
সাদরে লইয়া কোলে সান্ত্বনা প্রদানে,
উপবেসি ধর্ম্মাসনে পুণ্যদেহ ফুল্লমনে
বিরাজে কৃতান্ত যথা গেলা সেইথানে।

(৩)

আসন ছাড়িয়া সবে দাড়াইলে সগৌরবে
উজলি সকলে দেবী শরীর প্রভায়,
বহুমান পুরঃসর হইয়া বিনয়-পর
মৃদু মৃদু হাসি বলে ধরমরাজায় ঃ—

(৪)

"যশস্বীর যশ লয়ে পুণ্যাত্মার পুণ্যচয়ে
একত্র করিয়া বিধি নির্ম্মাণকুশল,
নিরমাণ করি তায় পাঠাইলা বসুধায়
আচারদেবের ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল।

(৫)

"তথায় সুধীর মত করি কার্য্য নানামত
লিপ্ত না হইয়া ভব বিষয় কর্দ্দমে,
সংসারের দাবানল— বিশোধিত সুবিমল—
হেমোপম, উপনীত এবে এ আশ্রমে।

(৬)

"পূর্ব্বে নিজ ভাগ্যবলে এ পবিত্র পুণ্যস্থলে
আসিয়াছে পুণ্যবতী পতিব্রতা সতী;
কৃপা করি এইক্ষণ কর দোঁহে সম্মেলন,
বিচ্ছেদে উভয়ে দেখ নিরানন্দমতি।"

(৭)

গঙ্গার গৌরব বশে সৎসঙ্গ-আনন্দ-রসে
ডুবিয়া তরণি-সুত সুখে অতঃপর,
অচিন্ত্য সম্পদরাশি পাইয়া বিস্ময়ে ভাসি
সবিনয়ে নম্রভাষে করিলা উত্তর :—

সপ্তম সর্গ।

(৮)

"পালিয়া নিয়তি গতি আমিই এখানে যতি !
অনুগত ভৃত্য প্রায়, বিধির বিধানে,
সুচরিত্রা দেবী সমা সেই সাধ্বী নিরুপমা
সতীরে রেখেছি আমি উত্তঙ্ক-আশ্রমে ;

(৯)

"দাস দাসী রত্ন-ধন পূর্ণ গেহে অনুক্ষণ
থাকিয়াও তপস্বিনী নিজমহিমায়,
ভূদেব পূজন ব্রত পালে আজো অবিরত,
সর্ব্বত্র ভূদেবে দে'খে বিভুর কৃপায় ॥

(১০)

"তাহার কমল মুখে দেখি পূর্ণ শান্তি সুখে,
ভানূদয়ে বিভাসিত সরোজে যেমন,
পাপি ব্যথা বিলোকনে নিয়ত বিকল মনে
আমারো ক্ষণিক শান্তি হ'ক এইক্ষণ ।"

(১১)

বলিতে বলিতে হেন পথ প্রদর্শিয়া যেন
চলিলা কৃতান্তরাজ বুভূদে আগে ;
ধরিলেও মর্ত্ত্যকায়, মূর্ত্তিমান্ হর্ষপ্রায়
চলিলা ভূদেব যম-গঙ্গা-মধ্যভাগে ।

(১২)

যম গেহ সুশোভন করি ক্রমে বিলোকন,
সংসারের নানা কথা করি আলোচন।
সেই সাধ্বী ভক্তিমতী আনন্দ-উৎফুল্ল-মতি
সতীর সদনে আগে করিলা গমন।

(১৩)

তখন ভূদেবজায়া জ্যোতির্বিভূষিত কায়া,
বসা'য়ে আসন পরে সতী পতিব্রতা,
পূর্ব্ব স্মৃতি নিবন্ধনে স্মরি পূর্ব্ববন্ধুগণে
জিজ্ঞাসে পাতরে ধীরে কুশল বারতা :—

(১৪)

"পবিত্র প্রশান্তমতি মিতভাষী মৃদুগতি,
দ্বিতীয় মূরতি যেন তব সুশোভন,
জীবন সর্ব্বস্ব মম সেই পুত্র প্রিয়তম
আছেত কুশলে তথা 'গোবিন্দ' এখন ?

(১৫)

"দেশভক্ত সুচতুর বলিবাণী সুমধুর
বন্ধুজন মন যেবা করিত হরণ,
'মুকুন্দ' সে প্রাণোপম সর্ব্ব কার্য্য দক্ষতম,
সতত সুখে ত কাল করিছে যাপন ?

(১৬)

"শরীরিণী স্নেহলতা মূর্ত্তিমতী কোমলতা
কিংবা দয়াময়ী মূর্ত্তি ছিল যে তোমার,
শিবগেহ বিশোভিনী. যথা শিবসীমন্তিনী;
শিব সহ প্রিয়াত্মজা আছে ত আমার ?

(১৭)

"মধুর মূরতি যার হাসি সম চপলার
উদ্ভাসিত আজো মম মানস-আকাশে,
বালিকা "বিজয়া" নামে এবে ত সে ধরাধামে;
হইতেছে বিবর্দ্ধিতা স্বামীর সকাশে ?

(১৮)

"নিশ্চয়ই তাহারা সবে এত কাল পরে ভবে;
পুত্র কন্যাগণে এবে হইয়া বেষ্টিত,
প্রেমবন্ধে পরস্পর হয়ে বদ্ধ নিরন্তর
প্রীতির পবিত্র-উৎসে হইছে স্থাপিত ."

(১৯)

রমণীর হেন বাণী শুনিয়া বিস্ময় মানি
নির্লিপ্ত ভূদেবদেব বলিলা তখন :—
"তপোঃনিলে" উদ্ভাসিত ব্রহ্মশিখা আচ্ছাদিত
করিতে কি পারে কভু মায়া-আবরণ ?

(২০)

" 'গোবিন্দ' 'মুকুন্দ' নামে সুতদ্বয় ধরাধামে
একবৃন্তে বিকসিত যেন দুটী ফুল,
সুযশঃ সৌরভরাশি নানা ভাবে পরকাশি
সতত মানবগণে করিছে আকুল।

(২১)

"সময়ে গোবিন্দজায়া সুবিমল স্নিগ্ধকায়া
বটু রাম ভবদেবে করিলা প্রসব ;
সদা চারু চন্দ্রিকায় চন্দ্রকান্তি মণি প্রায়,
পবিত্র পিতার মন করে তারা দ্রব।

(২২)

"'মুকুন্দ পত্নীও পরে প্রথমে প্রসব করে
অপরূপ দেবরূপা সুরূপা কন্যায়,
শ্রীশশিভূষণালয়ে আছয়ে সে বধূ হয়ে,
গণদেব আদি তিন লভিয়া ভ্রাতায়।

(২৩)

"পুত্র কন্যাগণে লয়ে পতি পরিবৃতা হয়ে
প্রথমা তনয়া তব নিরাকুল মনে,
শিবময় গেহাশ্রমে থাকি স্বীয় শক্তিক্রমে
পালন করিছে সদা দীন দুঃখি জনে;

সপ্তম সর্গ।

(২৪)

"সুখে দুঃখে ধরাতলে   সজ্জলদনভঃস্থলে
প্রকাশিয়া সদা চারু চরিত্রভাস্কর,
কন্যা তব কনীয়সী,   যেন সুরালয়ে বসি,
সুরেশরমণী আছে সুখে নিরন্তর।

(২৫)

"তাহাদের এইরূপ   যত আত্ম-পরিজন
সকলেই সুখে কাল হরিয়া তথায়,
সুপবিত্র সদাচার   পুণ্য ক্রিয়া অনিবার
করিতেছে, নহে কিন্তু স্বর্গ-কামনায়।"

(২৬)

আশিসি সকলে পরে   ধরি দেব পত্নী করে
কৃতান্ত সংস্কৃত হয়ে পূর্ণ মনোরথেতে,
সতী সহ দ্রুতগতি   চলিলা অমরাবতী
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নির্দ্দেশিত পথেতে।

ইতি ভূদেব-নির্ব্বাণ কাব্যে—
"পত্নীসম্মেলন" নামক
সপ্তম সর্গ।

———(*)———

অষ্টম সর্গ।

দিব্যোপস্থান।

(১—৩) নানা রমণীয় ধাম দর্শন। (৩—১৬) নবগ্রহ রাশির সংস্থান ও ধ্রুবলোক দর্শন। (১৭—২১) দ্যুলোকের বিচিত্রভাব বর্ণন। (২২—২৯) দেবতাগণের অভিনন্দন ও গঙ্গার প্রত্যাবর্ত্তন।

(১)

যাইতে যাইতে শেষে নিরখিয়া সবিশেষে
গ্রহরাশি অবস্থান আকাশ মাঝারে,
নভঃস্থিত সে সবার বিবরণ কি প্রকার
জিজ্ঞাসিলা ক্রমে দোঁহে জাহ্নবী মাতারে।

(২)

বলে দেবী-এইবার সুদূরে বসুধা আর
ক্ষুদ্রত্ব কারণে যেন না হয় গোচর,
যথা তব নেত্র হতে যায় পৃথ্বী সেইমতে
নিশ্চয় অন্তর হতে হয়েছে অন্তর। (১)

(৩)

অই দেখ বিরোচন (২) রক্তবর্ণ সুশোভন
দিগন্তে প্রসারি নিজ কর (৩) অগণন,
সাদরে বদন বাসে (১) উঠাইয়া মৃদু ভাসে
করিতেছে দিগাঙ্গনা বদন চুম্বন।

---

(১) অন্তর=দূরবর্ত্তী। (২) বিরোচন=সূর্য্য
(৩) কর=(১) কিরণ ; (২) বাহু।

(৪)

সেই পাপ তাপরাশি নিবারিতে অভিলাষী
স্থধাসিন্ধু চন্দ্রমায় করিছে গাহন (২)
পীযুষ সংস্পর্শ যার দেহগ্লানি কোথা তার ?
নিজেই সে পরতাপ করয়ে ক্ষালন।

(৫)

অই দেখ মনোহর হিমকান্তি সুধাকর
ক্ষীরোদ সিন্ধুর নীরে ধৌত কলেবর। (৩)
নিরমল সৌম্যাকায় (৪) দেখি চন্দ্রকান্ত যায়
স্বীয় শিরোমণিরূপে করেন আদর।

(৬)

পীযুষ শীতল করে নিজেও সে যত নরে
স্নিগ্ধ করে যেন সব সখা আপনার ;
হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত সাধুর পবিত্র চিত,
দ্বেষ্যজন (৫) কি প্রকারে সম্ভবে তাহার ?

(৭)

যখন অবনী তলে ছিলে বৎস ! নভঃস্থলে
সুদূরে মঙ্গল গ্রহ ছিল তোমাদের ;
এখন নিকটে এসে শত সৌদামিনী তেজে
বিরাজিছে বিকাসিয়া শোভা আকাশের।

(৮)

রক্তবর্ণ এই ধাম ;   দ্রুম জন্তু বস্তুদাম (৬)
স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ হেথা সবাকার ;
সেহি বুঝি বসুধায়   নিরমিলা সমুদায়
প্রতিমূর্ত্তি রক্তভাগে (৭) বিধাতা ইহার।

(৯)

নিজগুণে নিরন্তর   মানবের হিতকর
অই দেখ বুধ শ্যাম সৌম্য দরশন ;
মহাকুলে মহাজন   জন্মে সদা সুলক্ষণ
নিন্দিত কভুও নাহি হয় কদাচন।

(১০)

পণ্ডিত মণ্ডলালয়   সুবর্ণের বর্ণময়
অই যে দেখিছ গ্রহ বৃহস্পতি নামে,
প্রথমেই এ নিলয়ে   ভাষা পরিস্ফুট হয়ে
ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে ধরাধামে।

---

(১) বাস=বস্ত্র, বদন বাস=অবগুণ্ঠন, ঘোমটা। (২) সূর্য্য নিজের কিরণে চন্দ্রকে তেজোময় করে বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। (৩) কলেবর=শরীর। (৪) সৌম্যকায়=মনোজ্ঞ শরীর ; সুন্দর। (৫) দ্বেষ্যজন=শত্রু। (৬) দাম=সমূহ। (৭) প্রতিমূর্ত্তি রক্তভাগে=রক্তিম অংশ দ্বারা।

[১১]

পাদ প্রক্ষালন জলে ইহাঁরি মিশিয়া ছলে
হেমবিন্দু নিপতিত হয় বসুধায় ;
হায়! মূঢ় মর্ত্ত্যনর বহুমান পুরঃসর
তাহাই লভিতে চায় ধন লালসায়।

[১২]

ঐ দেখ অন্তস্থলে আছে শুক্র নভস্তলে
তপস্যার পুঞ্জীভূত ফলরাশি প্রায়,
কবিত্বের প্রভাসারে নিরমিলা বিধি যারে,
সুরারি নিযুক্ত যার চরণ সেবায়।

[১৩]

অই প্রভাকর পরে আছে অর্দ্ধ কলেবরে
গণেশের মুণ্ডহারী নীরদ বরণ ;
পরস্ব হরিয়া হায়! সে কলঙ্কে কৃষ্ণকায়,
অথবা কি ঘনীভূত সূর্য্যের কিরণ!

[১৪]

'গণদেব মুণ্ডহর' এই কলঙ্কের পর
সুফল দিলেও নানা অখ্যাতি তাহার ;
সুকর্ম্মের যশ আর কভু কি সম্ভবে তার,
কুকর্ম্মে কলঙ্ক হয় প্রকাশ যাহার ?

অষ্টম সর্গ।

[১৫]

অই যে বিরাজমান অমঙ্গল মূর্ত্তিমান্
মস্তক বিহীন গ্রহ, কেতুনাম তার ;
সজ্জনের পদবীতে আসিলেও কোন মতে
দুর্জ্জন কি দুরাত্মতা করে পরিহার ?

[১৬]

দেখিলেত বিধাতার পরাকাষ্ঠা দক্ষতার
অন্তরীক্ষে গ্রহরাশি সংস্থান ব্যাপার ?
ভাবিলেও একবার এ সকল চমৎকার
হৃদয় মরভূ স্নিগ্ধ হয় পাপাত্মার।

[১৭]

অই বৎস প্রাণোপম। সুখময় মনোরম
জনকের অঙ্কচ্যুত ধ্রুবের আস্পদ—
'ধ্রুবলোক' যার নাম ; জননী হলেও বাম
তাঁহার পরুষ বাক্য উন্নতির পথ।

[১৮]

বহুলোক ফেলি দূরে এসেছি স্বরগপুরে ;
অদূরে অমরাবতী হেন মনে হয় ;
মন্দার সুগন্ধ বায় স্নিগ্ধ করিতেছে কায় ;
অপার আনন্দে তাই উৎফুল্ল হৃদয়

অষ্টম সর্গ

[২৭]

স্নেহ প্রেম চিরদিন কিংবা মৈত্রী স্বার্থহীন,
এই সব ধনে ধনী যত দেবগণ ;
বিহারের যোগ্য আর অন্য যাহা আছে, তার
সবেই সমান শক্তি করয়ে ধারণ।

[২৮]

সুধাস্বাদী দেব প্রাণে ক্ষুধা ক্লেশ নাহি জানে ;
দরিদ্রতা স্বর্গ হতে গেছে পলাইয়া ;
হিংসা ক্রোধ রাগ দ্বেষ শত্রুতার নাহি লেশ
কোন দেশে সব যেন গিয়াছে চলিয়া ।

[২৯]

দুঃখহীন সুখধাম নিত্যানন্দ অভিরাম
প্রবেশিয়া দেখ তব যত বন্ধু সকলে ;
কিন্তু দেখো চির তরে রহিও না এ নগরে,
যাই আমি নিজপুরে ; থাক দোহে কুশলে ।

ইতি ভূদেব নির্ব্বাণ কাব্যে
দিবোপস্থান নামক
অষ্টম সর্গ ।

নবম সর্গ।

ইন্দ্রাভিনন্দন।

(১ - ২) ইন্দ্রের সমীপে গমন ও তাঁহার অভ্যর্থনা। (৩—২৫) ইন্দ্রকর্ত্তৃক ত্রিদিবের সুখ শান্তির মহিমা কীর্ত্তন। (২৬) স্বর্গে চির অবস্থান জন্য ইন্দ্রের অনুরোধ। (২৭—৩০) ভূদেবের প্রত্যুত্তর ও ইন্দ্রের অনুরোধের প্রত্যাখ্যান। (৩১—৩৩) ইন্দ্রের সন্তোষ ও ব্রহ্মলোকের পথ প্রদর্শন।

(১)

গঙ্গার এহেন বাণী (১) দম্পতি (২) হৃদয়ে মানি
সুর সুরাঙ্গনাগণে হইয়া বেষ্টিত,
প্রবেশিয়া সুরপুরে প্রথমেই নাতি দূরে (৩)
হইলা ইন্দ্রের দ্বারে দোঁহে উপনীত।

(২)

দেখি উভে আচম্বিত (৪) সুরপুরে উপনীত—
সুরেন্দ্র আনন্দ বশে ছাড়িয়া আসন,
সসম্ভ্রম সমাদরে তোষিলা যতন করে
সহস্র নয়নে যেন করি নিরীক্ষণ।

[৩]

বিশ্রাম লভিলে পরে ইন্দ্রদেব উভয়েরে
বুঝাইলা ধীরে ধীরে ত্রিদিব মহিমা ;
"এধামে নাহিক দুখ, আছে হেথা সেই সুখ
কি আর বলিব বেশী নাহি তার সীমা।

---

(১) বাণী=বাক্য। (২) দম্পতি=জায়া+পতি ভূদেব ও তাঁহার পত্নী। (৩) নাতিদূরে=অনতিদূরে নিকটে। (৪) আচম্বিৎ=হঠাৎ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ।

[৪]

তমিস্র (৫) করিয়া নাশ হয়ে চির সুপ্রকাশ
আছে হেথা তমোনাশ (৬) সন্তাপ না দিয়ে
স্থানের মাহাত্ম্য বলে তীক্ষ্ণ (৭) ও তীক্ষ্ণতা ফেলে
আছে অতি_মৃদুভাবে এ দেব নিলয়ে।

[৫]

দারুণ দুর্গন্ধ দূরে রাখিয়া এ সুরপুরে
সুরভি (৮) শীতল মন্দ মৃদুল পবন,
সুচির প্রণয় পাশে দেবগণে স্বর্গবাসে
আলিঙ্গন করে যেন বান্ধব আপন।

[৬]

মলিনতা নাহি হেথা ; দেখনা দেখিবে কোথা:
দেবদেহ দেবগেহ(৯] সকলি নির্ম্মল ;
হেথাকার দেবচয় পিপাসা কাতর নয়,
সুখস্পর্শ বলি শুধু আছে হেথা জল।

(৫) তমিস্র = অন্ধকার। (৬) তমোনাশ = সূর্য্য।
(৭) তীক্ষ্ণ = তীক্ষ্ণবস্তু অর্থাৎ সূর্য্য। (৮) সুরভি = সুগন্ধ। (৯) গেহ = গৃহ।

নবম সর্গ।

[৭]

শোভা হেথা অবিনাশী. প্রত্যেক বস্তুতে আসি
নূতন নূতন তৃপ্তি দেয় প্রতি দিন ;
যেখানেই দেবগণ করে দৃষ্টি নিপাতন
প্রিয়াঙ্কে পতির মত হয়ে যায় লীন ॥

[৮]

উজলি ত্রিদশালয় (১) পায় শোভা শোভাময়
দহন(২) দাহিকা শক্তি না করে ধারণ।
দোষ রাশি পরিহরি শুদ্ধ গুণমাত্র ধরি
যত বস্তু সুরকর্ম্ম করে সম্পাদন।

[৯]

যদিও দেবতাচয় বিভিন্ন আকৃতিময়
কেহ কিন্তু কম নয় ; সকলি সমান।
প্রত্যেকের নিরুপম রূপরাশি মনোরম
দেবত্ব ব্যঞ্জক—দেখি তুষ্ট হয় প্রাণ।

[১০]

অম্বরে(৩) অমরগণ করে সুখে বিচরণ
যথেচ্ছ, সমীর(৪) মার্গে কিংবা অংশুপথে (৫)
তাই তাহাদের মন শরীরকে কদাচন
অতিক্রম করিতে না পারে কোন মতে।

(১) ত্রিদশ = দেব, ত্রিদশালয় = স্বর্গ। (২) দহন = অগ্নি। (৩) অম্বরে = আকাশে। (৪) সমীর— বায়ু। (৫) অংশু = কিরণ।

[১১]

আত্মজ্ঞানে হয়ে হারা সুকর্ম্ম সজ্জায় তারা
এধামে নিষ্কাম ভাবে ভ্রমিয়া বেড়ায় ;
তৃপ্তি না লভিয়া ভোগে একে ছাড়ি অন্যযোগে(৬)
বিষয়-ব্যাসক্ত নর কভু নাহি যায়।

[১২]

রম্য বস্তু সুশোভন দেবতাগণের মন
পরস্ব(৭) শঙ্কায় নাহি করে আকর্ষণ ;
কেবল তৃপ্তির ছলে শুদ্ধ সমীপস্থ হলে
রূপ পুষ্পাঞ্জলি জনে দেয় উপায়ন।

[১৩]

লয়ে মণি প্রভাসার সামগ্রী ভাণ্ডার তার
মনে মনে দেবগণে নিরমিলা বিধি ;
তাই দীপ্ত দ্যুতিময় বিবেকী দেবতা চয় ;
কার্য্যে কারণের গুণ রহে নিরবধি।

[১৪]

অই দেখ মণিময় মণ্ডপে কি শোভাচয়,
নয়নরঞ্জন বেশে সুরবালাগণ।
বিলাস সঙ্গীত তানে কিবা তৃপ্তি দেয় প্রাণে
শ্রবণে কি সুধা ধারা করে না বমন !

(৬) অন্যযোগে=অপর কোন বিষয়ে, একে= এক বিষয়। (৭) পরস্ব=পরধন।

নবম সর্গ।

[১৫]

"সুরম্য নন্দন বন কর অই দরশন
মন্মথও মুগ্ধ হয়ে বুঝি লজ্জা পায়,
মথি কাম মনস্কাম লভিলা মন্মথ নাম
সেই মথনের ফল সকলি হেথায়।

[১৬]

"বিটপাঙ্গে (১) পরকাশি প্রফুল্ল প্রসূন রাশি
বিহঙ্গ কূজন রূপ মন্দ মন্দ ভাষে,
সেই শোভা নিরখিতে ডাকিতেছে চারিভিতে;
নিজে দেখি নিজ শোভা তুষ্টি কার আসে!

[১৭]

হৃদয়ে রতনচয় আছে নানা বর্ণময়
লঘুতা পরোপকারে হইবে কেমনে?
তাই দেব নিকেতন করি তৃপ্তি সম্পাদন
নিজগুণে তোষে সদা সমাগত জনে।

[১৮]

অই দেখ বিরাজিত রত্নরাজি বিমণ্ডিত
সুকোমল শিলাপথ আছয়ে সম্মুখে;
তাই এ নন্দন বনে চারিধারে ফুল্ল মনে
ভ্রমণ করিব মোরা এবে মহাসুখে।

---

(১) বিটপ=বৃক্ষ।

[১৯]

দেখ সে পথের 'পরে • বৃক্ষ রাজি পরে পরে
দোলিয়া সুগন্ধ মন্দ শীতল পবনে,
প্রণমিছে ভক্তি ভরে প্রসারিয়া শাখা করে
অতিথি মোদের যেন তোষি সম্ভাষণে।

[২০]

আনন্দে উৎফুল্ল কায় তাই বুঝি দেখা যায়—
কুসুম স্তবক মালা ধরি অগ্রকরে (১).
মধুলোভী অলিগণে পাইয়া গুঞ্জন স্বনে
করিতেছে আমাদের স্তব সমাদরে।

[২১]

অবাধ বায়ুর মত দেব বিহঙ্গম যত
অবাধ সঞ্চারে তৃপ্ত সুধাস্বাদু ফলে ;
তাদের বদন হতে পড়িতেছে নানা মতে
সুখরাশি অবিরল সঙ্গীতের ছলে।

[২২]

দেখেছ প্রসূন দাম ধরাধামে অভিরাম
হইত মলিন নিত্য দিবা অবসানে ;
দেব কিংবা বস্তুচয় সদা প্রফুল্লভাময় ;
পরিণামে ম্লানভাব নাহিকো এখানে।

(১) অগ্রকরে=হাতে।

[২৩]

করি পূর্ণ মনস্কাম আছয়ে সন্তান (৩) দাম

সমৃদ্ধ সন্তান কল্প, আজ্ঞাধীন হয়ে,

অভাবেরে করি নাশ হইয়াছে সুপ্রকাশ

সদ্ভাব সতত হেথা সকল বিষয়ে !

[২৪]

হেন সুখে পরিণামে এই রমণীয় ধামে

করহ মনের সুখে চিরকাল বাস ;

হেথা বস্তু সমুদয় তোমার ইন্দ্রিয় চয়

তোষিয়া, প্রমোদ তব করুক বিকাশ।"

[২৫]

ইন্দ্রের বচন শুনি জিতেন্দ্রিয় গুণমণি

উত্তরে ভূদেব দেব বলিলা নিশ্চয় :—

অন্তর্দর্শী আপনার বাক্যচয় অনিবার

অবশ্যই শিরোধার্য্য কি আর সংশয়।

[২৬]

লভি ভবে মনোমত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি যত

আর তৃপ্তি সাধনায় মন নাহি যায়।

চির শান্তি যাতে হয় তাই এবে মহোদয়

বিধান করহ মোর এসেছি হেথায়।

(৩) সন্তান=দেব বৃক্ষ।

ভূদেব নির্ব্বাণ।

[২৭]

শুনেছি নহুষ রাজ বড়ই পাইলা লাজ
পুণ্যবলে সুরেন্দ্রের লভি পুণ্যদেশ ;
সুখ ভোগে করি ক্ষয় নিজ পূর্ব্ব পুণ্যচয়,
আবার ভুঞ্জিলা শেষে দুর্গতির শেষ।

[২৮]

তুমিও ত বহুবার দৈত্যদের অত্যাচার
সহিয়া অশেষ ক্লেশে হইয়াছ পার ;
তাই তব প্রার্থনায় যদি মন নাহি যায়
দয়া করি করো ক্ষমা বান্ধব আমার।

[২৯]

শুনি তার হেন বাণী হৃদয়ের ভাব জানি
আনন্দিত হয়ে মনে ইন্দ্র দেবপতি,
সংসারে আসক্তি হীন সেই ভোগ-উদাসীন
প্রিয়তম অতিথিরে বলিলা ভারতী :—

[৩০]

কর্ম্মময়ে কর্ম্মফল সমর্পিয়া অবিরল
করি কর্ম্ম ভারতের পেয়ে কর্ম্মভূমি,
নর যেই কর্ম্মপাশে হয় বদ্ধ ভববাসে
সেই কর্ম্মে চিরমুক্ত হইয়াছ তুমি।

[৩১]

তাই ব্রহ্ম দরশন চিত্তে তব আবিঞ্চন ;
আতিথ্যের সন্তর্পণ ব্যর্থ আমার :
বৈরাগ পীযূষ ধারে তৃপ্তি নাই, বৃথা তারে
সুধার আশ্বাস ; অন্য কি বলিব আর ?

[৩২]

যাও পূর্ণ মনোরথে সত্বর উত্তর পথে
পিতামহে প্রণমিয়া ইষ্টসিদ্ধি লভিবে ;
ভব্য পথ সুশোভন অনুকূল সমীরণ
চিত্তের প্রসন্ন ভাব সদা তব রাখিবে ।

ইতি ভূদেব-নির্ব্বাণ কাব্যে
"ইন্দ্রাভিনন্দন" নামক
নবম সর্গ ।



দশম সর্গ ।

ব্রহ্মা সন্দর্শন ।

(১—৩) সস্ত্রীক ভূদেবের ব্রহ্মলোকে প্রস্থান (৪—১৫) পুণ্যপথের সৌষ্ঠব ও কীর্ত্তিকথা বর্ণনা (১৬) ব্রহ্মার সমীপে গমন ও দর্শন। (১৭—২৬) ব্রহ্মার সাদর-আহ্বান ও নিজের আশ্রমে অবস্থানেরজন্য অনুরোধ। (২৭—৩০) প্রত্যুত্তরচ্ছলে ভূদেবের প্রত্যাখ্যানমূলক নিবেদন। (৩১—৩৩) পরিতুষ্ট ব্রহ্মার ভূদেবকে পরমার্থসাধন ওঙ্কার মন্ত্র প্রদান ও বিষ্ণুলোকে গমনের উপদেশ।

(১)

নরদেব দেবনাথে পূজিয়া পত্নীর সাথে
সুগন্ধ মন্দার বায়ে স্নিগ্ধ করি মন,
ব্রহ্মার আশ্রম পদে যাবে বলি নিরাপদে
চলিতে লাগিলা পথ লভি সুশোভন।

(২)

পুণ্যপথে পুণ্যক্ষণে চলিলে নিষ্পাপ মনে
পাপের কণাও স্পর্শ করিল না তায় ;
সুজন সুপথে চলি গেলে বা কেমনে বলি
কলঙ্ক-কালিমা তারে পরশিবে গায়।

(৩)

অনায়াসে দিব্যপথে উঠি দ্রুত মনোরথে
বিনা অঙ্গ-সঞ্চালনে হয়ে আগুয়ান,
উপেক্ষা করিয়া যেন, ভাবে মনে হয় হেন,
পশ্চিম শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্পজাত যান,

(৪)

যাইতে যাইতে পরে পত্নীরে যতন করে
দেখাইলা সে পথের সৌষ্ঠব সম্ভার ;
বলিতে লাগিলা তথা যত পুণ্য কীর্ত্তি কথা,
পূর্ব্ব হতে যেন সব জানা আপনার :—

(৫)

"ব্রহ্মমুখে সুবিমল উঠিয়া বড়বানল
আবার পশিছে তথা, দেখ, প্রতিদিন ;
ধরিত্রীর জলরাশি যথা সৌরকরে আসি
পূর্ব্বমেঘে একেবারে হয়ে যায় লীন।

(৬)

সেইরূপ পুণ্যময় যতেক তপস্বিচয়
যায় প্রভাময় পথে বিধির সদনে ;
তমোরাশি করি নাশ হয়ে চির সুপ্রকাশ
তেজোরাশি মিলাইয়া যায় তেজসনে।

ভূদেব-নির্ব্বাণ।

(৭)

"না জানি কি পুণ্যফলে, আমরাও ধরাতলে
বঞ্চি বহুকাল, দেবি ! লভি দিব্যকায়,
জন্মেছিনু যার মুখে চল এবে যাই সুখে
তাঁহারই সমীপে শীঘ্র লভিতে তাহায়।

(৮)

"অদূরেই মনোহর অই দেখ ব্রহ্ম সর
শোভিতেছে সুবিমল কমল শোভায় ;
অলি মকরন্দ আশে ভ্রমিছে পদ্মিনী পাশে,
অথবা প্রণব শিক্ষা দিতেছি কি তায় !

(৯)

তীরে রাজহংস মালা বহুকাল করি খেলা,
পক্ষপুট প্রসারিয়া লভিছে বিশ্রাম ;
থাকি থাকি কলনাদে পরস্পর বিসংবাদে
শোভিছে সুন্দর, যেন শ্বেতপদ্ম দাম।

(১০)

অই দেখ, ফুল্লমনে পরিবৃত হংসগণে
বসিয়া কমলাসন কমল-আসনে,
শোভিছেন মনোহর করি শোভা সরোবর
চারিদিকে শরীরের জ্যোতি-বিকীরণে।

দশম সর্গ।

[১১]

"তাম্রতল শোভা ক'রে আছে কমণ্ডলু করে
অস্ফুট কমল প্রায় ভব বীজাধার ;
কি নিত্য পরম শোভা, দেখ দেবি, মনোলোভা-
জলবিনা স্থলজের সুষমা সম্ভার !

[১২]

"কুশে করি তথা হ'তে সেই বীজ নানা মতে
লয়ে, বিনি নিত্য নিত্য নূতন নূতন,
সৃজিছেন নানাধাম, নয়নের অভিরাম
অসংখ্য সাগর শৈল সরোজ শোভন।

[১৩]

"ভবের মঙ্গল আশে আসিয়া তাহার পাশে
তাঁহারি শরীর হতে লভিয়া উদ্ভব,
অদূরে সপ্তর্ষিগণ নিষ্কলঙ্ক দেহ মন
চারিদিকে বিধাতার করিতেছে স্তব।

[১৪]

"ইনিই চতুরানন হেরি স্থির কর মন,
ভারতের বেদবাণী যিনি অভিরাম,
চারিরূপে চারিমুখে প্রকাশিলা মনসুখে
রক্তপদ্ম মাঝে যেন শ্বেত পদ্মদাম।

[১৫]

"চল শীঘ্র সুলোচনে ! যাইয়া কমলাসনে
প্রসন্ন করিব স্তবে ভক্তি সহকারে।
স্তবেতে সন্তুষ্ট হয়ে কৃপাচক্ষে নিরখিয়ে
তাদৃশ মহান্, দেবি, কিনা দিতে পারে ?"

[১৬]

অতঃপর দুইজনে সবিনয়ে ফুল্লমনে
কৃতাঞ্জলি হয়ে গেলা ব্রহ্মার সদনে ;
করি তাঁর বিমোচন দিব্যরূপ দরশন
হইলা অধীর-অঙ্গে আনন্দে মগন।

[১৭]

"এসহে ভূদেব, তুমি গিয়ে সে সংসার ভূমি
সংসার করেছ জয় ; দেখিয়া তোমায়,
অপার আনন্দ আজ পাইলাম নররাজ !
সদুন্নতি দেখি মম পরাণ জুড়ায়।

[১৮]

"দুরন্ত দৈবের গতি ! কলির শাসনে যতি !
যাহারা সংসারে যায় পাপমুক্তি আশে,
একি দুরদৃষ্ট হায় ! কষ্টই তাহারা পায়
বদ্ধ হয়ে সুদুরন্ত সংসারের পাশে।

দশম সর্গ।

[১৯]

"এখন সংসার মাঝে তেমন রাজা কি আছে
ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে রাজ্য যে করে পালন ;
হায় তা কি হবে আর পাপের অভাবে যার
দণ্ডনীতি বৃথা রাজ্যে হইবে চলন !

[২০]

তেমন কি পুরোহিত হবে আর প্রজাহিত-
কামনায় করিবে যে সতত চিন্তন ?
দিয়ে জ্ঞান-উপদেশ উন্নত করিয়া দেশ
অজ্ঞানের জ্ঞান-নেত্র করিবে মীলন ?

[২১]

"আর কি হইবে হায় ! তপোনিষ্ঠ শুদ্ধকায়
বশিষ্ঠ বাল্মীকি ব্যাস সংসারে উদয় ?
কে করিবে সাম গান যজ্ঞে বা আহুতি দান,
যজ্ঞাহুতি সনে বিঘ্ন কে করিবে ক্ষয় ?

[২২]

"আছে কি সে তপোবন গিয়ে যথা জ্ঞানিজন
সংসারের দুঃখানলে হইয়া তাপিত,
একমনে একধ্যানে সেই পরমাত্মজ্ঞানে
শমদম শিখিবেক সুখে অবিরত ?

[২৩]

"দুষ্কৃতি বড়বানল- বিষয়োর্ম্মি-সুপ্রবল,
কুটিলতা-জালকীর্ণ, সুদুস্তর অতি,
সেই ভব-পারাবার সহজে হয়েছ পার
ধন্য হে ভূদেব! তুমি লভেছ সুগতি!

[২৪]

"প্রফুল্ল কমলদল- বিশোভিত সুবিমল
বেদধ্বনি-অনুকারি কল হংসগণে
পরিপূর্ণ মমালয়; যদি তব ইচ্ছা হয়
হও তৃপ্ত বীণাবাণী অমৃত নিস্বনে।

[২৫]

নানা স্বরে নানা মতে সপ্তর্ষি বদন হতে
বাহিরিয়া সুমধুর বচন সম্ভার,
কটূক্তিতে অতিশয় সংসারে বিরক্তিময়
শ্রবণে পীযুষ (১) ধারা ঢালিবে তোমার!

[২৬]

"শান্তিময় মনোরম সুপবিত্র এ আশ্রম
থাকি সে সপ্তর্ষি সনে সুখে এইবার,
সার করি সামগান পরিতৃপ্ত কর প্রাণ;
এ সামের তুলনায় সুধা কোন ছার!"

(২৭)

এতবলি সুশোভন　　　থামিলে চতুরানন,
উদার বিনয় নম্র বলিয়া বচন,
সাদরে সম্ভাষ করি　　　চাপলতা পরিহরি
সুধীর ভূদেব দেব কহিলা তখন—

[২৮]

"ওহে দেব দয়াময়,　　　বলিলে যে বাক্যচয়
সে সব তোমারই যোগ্য নাহিকো সংশয়,
তোমার সমীপে রয়ে　　　স্নেহেতে পালিত হয়ে
যে জন বসতি করে, কিসে তার ভয়?

[২৯]

"তবু যদি চতুর্ম্মুখ,　　　লভিয়া ক্ষণিক সুখ
থাকি হেথা মূর্খপ্রায় না করি বিচার;
যে ভবাব্ধি [২] হয়ে পার　　　এসেছি তোমার দ্বার
আবারো বা সেই সিন্ধু [৩] হতে হয় পার।

[৩০]

"তাই, দেব দয়ানিধি,　　　কৃপা করি কর বিধি,
বিধান-পণ্ডিত, মম চিরশান্তিতরে;
সংসার গহন[৪] বনে　　　বৃথা ভ্রমি খিন্নমনে
অন্যত্র থাকিতে ইচ্ছা না হয় অন্তরে।"

[১] পীযূষ—অমৃত, [২] ভবাব্ধি—সংসারসমুদ্র,
[৩] সেই সিন্ধু—সংসার সমুদ্র, [৪] গহন—নিবিড়

[৩১]

করি হেন আকিঞ্চন সবিনয় নিবেদন,
উত্তর আশায়, দেব, আঁখি ছল ছল,
প্রভাতের স্নিগ্ধকায় প্রফুল্ল কমলপ্রায়,
নিরখিলা বিধাতার বদনমণ্ডল।

[৩২]

সেইভাবে পুলকিত বিরিঞ্চি [৫] প্রসন্নচিত্ত
সরোজে সরোজপতি, যেন আশ্বাসিয়া,
বলিলা বচনসার হিত স্নিগ্ধ সুধাধার
প্রেমাবেশে দর দর বিগলিতহিয়া ;—

[৩৩]

"লও বৎস, এই বার মম হৃদয়ের সার—
অমোঘ ওঙ্কার-মন্ত্র পরমার্থসাধনে ;
করি তাই জপ গান- উপেন্দ্রের বহুমান- (৭)
অনায়াসে যাবে চলি তব ইষ্ট ভবনে।"

ইতি ভূদেবনির্ব্বাণকাব্যে 'ব্রহ্মসন্দর্শন'
নামক দশম সর্গ।

[৫] বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা, (৭) বহুমান—সাদর সম্ভাষণ।

একাদশ সর্গ

বিষ্ণু সম্ভাষণ।

(১—৩) সপত্নীক ভূদেবের বিষ্ণুলোকে গমন ও (৪—১২) বিষ্ণুর স্তব গান। (১৩—২১) বিষ্ণুর কুশল প্রশ্ন ও বৈকুণ্ঠে অবস্থানের অনুরোধ। (২২—২৬) ভূদেবের প্রত্যুত্তর। (২৭—২৮) বৈকুণ্ঠনাথের নিকট শক্তিমান্ শঙ্করের সেবা ও নিঃসঙ্কোচে শিবলোকে গমনের জন্য উপদেশ প্রাপ্তি।

(১)

এইরূপে পত্নীসনে
পূজিয়া কমলাসনে
গৃহীত ওঙ্কার-মন্ত্র স্মরি অনিবার,
সাধু প্রদর্শিত পথে (১)
সুপ্রফুল্ল মনোরথে
বৈকুণ্ঠে চলিলা দেব ভূদেব আবার।

(২)

শুনিয়া ওঙ্কার-নাদ,
পাছে ঘটে পরমাদ,
জয় ও বিজয়(২) দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়ায় ;
কি জানি কি মহাজনে
প্রতিকূল-আচরণে
যদি বা আবার শেষে প্রমাদ ঘটায়।

---

(১)* সাধু প্রদর্শিত—নিজের জ্ঞানালোকে সম্যক্ উদ্ভাসিত।
মনোরথে—মনোরূপ রথে ; বৈকুণ্ঠে সজ্জনের অবারিত দ্বার।
(২) জয় ও বিজয়—বিষ্ণু লোকের দৌবারিক ; দ্বাররক্ষী।

(৩)

বিমুক্ততোরণ গেহে (৩)
পরে প্রবেশিয়া দোহে
সহজে লভিলা সেই বিষ্ণুদরশন ;
বিষ্ণুবাঞ্ছা সুপ্রবল
অন্ধে যথা যষ্টি বল,
ভূদেবের মনোবাঞ্ছা করিলা পূরণ।

(৪)

"হে কেশব ত্রিবিক্রম ! (৪)
ধরি কায় সূক্ষ্মতম
সৃজিবারে এই বিশ্ব অপূর্ব্ব কৌশল,
ধরার হইলে নাশ,
ছিলে চির সুপ্রকাশ
প্রলয় পয়োধিজলে তুমিই কেবল।

(৫)

"স্বনাভিকমল'পরে
উদ্ভূত সে সুরবরে, (৫)
রক্ষিবারে স্তবে তুষ্ট হয়ে জনার্দ্দন ;

(৩) বিমুক্ততোরণ গেহে—যে গৃহের বহির্দ্বার খোলা হইয়াছে। বিষ্ণুবাঞ্ছা—বিষ্ণু দর্শনের প্রবল ইচ্ছা।
(৪) ত্রিবিক্রম—বামনাবতারে ত্রিপাদপ্রক্ষেপকালে বিষ্ণুর নাম।
(৫) সুরবরে—সুরজ্যেষ্ঠ বিধাতারে।

একাদশ সর্গ।

তুমিইত অনায়াসে
মধু ও কৈটভ নাশে (৮)
নাশিলা এ জগতের অরাতি দুর্জ্জন।

(৬)

"বরাহের রূপ ধরি
অবলীলাক্রমে, হরি,
মগ্নপ্রায় ধরিত্রীরে ধরিলা আপনি ;
তোমার দয়াই যেন,
বুঝি মনে হয় হেন,
রক্ষিলা শূকররূপে দুর্গত ধরণী। (৬)

(৭)

"মানব এ ধরাতলে
যদি মোরে যায় ভুলে,
বিপদে পড়িবে বৃথা অর্থ চিন্তা করি;
তাই তুমি তত্ত্বময়
রক্ষিলা সে বেদত্রয়
প্রলয় পয়োধিজলে মীনরূপ ধরি।

(৮)

"তুমিই জগতজনে
পালিতেছ দয়া ধনে

(৮) মধু ও কৈটভ—দৈত্যদ্বয়। (৬) দুর্গত—বিপন্ন, ধ্বংশোন্মুখ।

যুগে যুগে হীনতনু (৭) করিয়া ধারণ।
দীন দুঃখী ভেদ নাই
সদাই দেখিতে পাই
তোমার পালনক্রিয়া সর্ব্বত্র শোভন।

(৯)

"মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে (৮) র'য়ে
তুমিই কিরণচয়ে
করহ এ ধরিত্রীর সলিল শোষণ;
সেই শোষণের ফলে
সুবৃষ্টি বসুধাতলে
সুফল প্রদান করে, দেব নারায়ণ!

(১০)

"তোমারি প্রভায় ভাসি
শশাঙ্কের জ্যোৎস্না রাশি (১)
প্রেমে বিগলিত হয়ে, পিতা পুত্রে প্রায়,
হাত বুলাইয়া করে
সুধাময় স্নিগ্ধকরে
গত্ত জনেরে করে সদা স্নিগ্ধকায়। (২)

---

(৭) হীনতনু—মৎসাদি অবতার। (৮) মার্ত্তণ্ড—সূর্য্য; সূর্য্যের তাপশোষণে বৃষ্টির উদ্ভব প্রসিদ্ধ; প্রচুর শস্যাদি লোকরক্ষার কারণ (১) শশাঙ্কের জ্যোৎস্না—চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে; সূর্য্যের কিরণ অনুপ্রবিষ্ট হইলে ইহা তেজোময় হয়।

একাদশ সর্গ।

(১১)

"শুভ্রমালা শোভে গলে
লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য ছলে
উদ্ভাসিত নীলকান্তি তব কান্তকায় ;
শ্বেতহংসমালাময় (৩)
বিদ্যুতের বিভাচয়
মণ্ডিত জলদ যেন,—প্রণাম তোমায় !

(১২)

"করিয়া অধর্ম্মনাশ
কর ধর্ম্ম পরকাশ
দুষ্টের দমনে সদা শিষ্টের পালনে,
তুমি দেব দয়াময় !
সেই সত্ত্ব গুণাশ্রয়, (৪)
অসংখ্য প্রণাম তব রাতুল চরণে।"

(১৩)

বিনয়ে প্রণত তারে
দেখি পত্নী সহকারে
সংসার হইতে সুখে আগত তখন,

(২] করে—(১) হস্তে ; (২) কিরণে ; (৩] করিয়া থাকে।

(৩) শ্বেতহংস—বর্ষাকালে শ্বেত হংসমালা আকাশপথে মানস-সরোবরে গমন করে। বিভা—উজ্জ্বল প্রভা।

(৪) সত্ত্ব—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ। বিষ্ণু সত্ত্বগুণের আশ্রয়। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ ও সত্যমূলক।

সন্তুষ্ট হইয়া স্তবে
অপূর্ব্ব নূতন ভাবে
লভিলা নূতন সুখ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।

(১৪)

ভূদেবে পাইয়া পাশে
বিষ্ণু স্নেহময় ভাষে
জিজ্ঞাসিলা প্রথমেই কুশলসম্ভাষ।
সর্ব্বজ্ঞ হলেও তায়
সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়
সজ্জনের সদাচারি হইল প্রকাশ।

(১৫)

"কর, বৎস! আগমন,
লজ্জার কি প্রয়োজন ?
আমার হলেও ইহা তোমারি ভবন ;
পরের গৃহও হলে
লভি নিজতপোবলে
নিজ গৃহ বলি ভাবে মহাজনগণ।(৫)

(১৬)

"সদা ব্রহ্মতপোরত
দেখি তোমা সমাগত,
অন্তরে বড়ই শ্লাঘা (৬)হয়েছে আমার ;

(৫) মহাজন = মহাপুরুষ। ৬। শ্লাঘা = সন্তোষ ; গৌরব।

নহে তব পুণ্য ফলে
আমারো ভাগ্যের বলে
লভিনু এ সাধুসঙ্গ ; কি বলিব আর।

(১৭)

"তুমি চিরসত্যময়,
করি সত্য সমাশ্রয়—
ঘোষিয়া সত্যের জয় ভূদেব, এখন—
করি যে সত্যের নাম
এসেছ বৈকুণ্ঠ ধাম,
সেই সত্য কর সার, সেবি অনুক্ষণ।

(১৮)

"যদিও বা মনোরমা
জগতে চঞ্চলা রমা (৭)
সজ্জনের সদা লক্ষ্মী (৮)করে না বিকাশ ;
কিন্তু চির লক্ষ্মীমতী (৯)
হয়ে হেথা লক্ষ্মী সতী
রম্যবস্তুদামে পূর্ণ করে অভিলাষ।

৮। লক্ষ্মী = ঐশ্বর্য্য ; লক্ষ্মীমতী ঐশ্বর্য্যশালিনী। লক্ষ্মী সতী লোকমাতা কমলা। দাম = সমূহ।

(১৯)

যাবত না দেবগণ

করে সৃষ্টি সঞ্চালন

তাবতই তাদের রুদ্ধ রহে মনোরথ ;

একবার যদি তায়

নয়ন ফিরায়ে চায়,

করতলগত হয় সমস্ত সম্পদ। (১)

(২০)

"সৃষ্টিলীলা, প্রিয়তম, (২)

অথবা সংহারক্রম—

কিছুই উৎকট ভাবে না আছে হেথায় ;

সতের সংহার আর,

সম্ভাবনা কিংবা তার—(৩)

তাহাও এখানে কভু নাহি দেখা যায়।

(২১)

"তাই তুমি এই ক্ষণে

থাকহ উৎফুল্লমনে

মম রূপ মম সুখ লভি এ আশ্রমে,

[১] করতলগত ইত্যাদি=দেবগণ ইচ্ছা করিলেই অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন।

[২] সংহারক্রম অথবা=লয়ের প্রণালী। [৩] তার—লয়ের

এখানে যাহারা রয়
কম সুখী কেহ নয় ;
আমা হতে কিছু ভিন্ন কেবল বিক্রমে''।

(২২)

নিষণ্ণ সমীপাসনে[৪]
ভূদেবেরে পত্নীসনে
বলিয়া থামিলে হেন প্রীত পীতাম্বর,
পূজ্যপূজাপরায়ণ
দ্বিজবংশবিভূষণ
বন্দিয়া ইন্দিরানন্দে করিলা উত্তর ;—(৫)

(২৩)

''নিজ গুণে দয়া করি
যে কথা বলিলে হরি
তোমাতেই শোভা পায় করুণা তেমন ;
তা না হলে কোন জন
করে সুখে সমর্পণ
সমাগত জনগণে, আশ্রম আপন ?

(২৪)

''মহতের দয়াধন
নিতান্তই সুশোভন,
নিঃশেষে পতিত হয় দীনদুঃখিজনে ;

[৪] নিষণ্ণ = উপবিষ্ট। ৫। ইন্দিরানন্দে = বিষ্ণুকে; ইন্দিরা = লক্ষ্মী

ভূদেব নির্ব্বাণ।

যথা জলদের দল
বরিষায় অবিরল
পূর্ণ করে ধরাতল অজস্র প্লাবনে (৬)।

(২৫)

"হেথা আমি জানি বেশ
কিছু মাত্র নাহি ক্লেশ,
তথাপি তোমারে দেব করি নিবেদন ;
ধরাতলে, দয়াময়,
লভি সুখ দুঃখময়,
সুখ হতে শান্তি-আশে (৭)ধায় মোর মন ।

(২৬)

"বিতরিয়া দয়াধনে
তাই দেব ভক্তজনে
আমার অনন্তশান্তি করহ বিধান ;
ভবাদৃশ মহাজন ৮)
প্রার্থিগণে অনুক্ষণ
প্রার্থনার অনুরূপ করে অর্থদান (৯) "

---

[৬] অজস্র প্লাবনে = প্রবল ও প্রচুর বৃষ্টিতে।
[৭]সুখ শান্তি = সুখ অস্থায়ীও হইতে পারে, কিন্তু শান্তি চিরস্থা এই অভিপ্রায়। [৮] ভবাদৃশ আপনার মত।
(৯) অর্থদান = অভীষ্ট পূরণ।

একাদশ সর্গ।

(২৭)

এইরূপ ভারতীতে
প্রসন্ন হইয়া চিতে
বলিলা দয়ার্দ্র দেব বাক্য সুললিতঃ—
"যাও শঙ্কা করি দূর
শিব শঙ্করের পুর,
'বম্' 'বম' শব্দে দিগ্ করি মুখরিত। (১০)

[২৮]

"তোমার মানবভাব
করিবারে তিরোভাব [১১]
শকতি আছয়ে মাত্র সুখকর শঙ্করে ;
কৈবল্যপ্রয়াসী যারা [৬)
কায়মনোবাক্যে তারা
সেবা করে পরিণামে সেই চন্দ্রশেখরে [১৩]

ইতি ভূদেবনির্ব্বাণকাব্যে "বিষ্ণু সম্ভাষণ"
নামক একাদশ সর্গ।

[১০] মুখরিত = নিনাদিত; মুখর = শব্দযুক্ত।
[১১] করিবারে তিরোভাব = অপনয়ন বা দূর করিতে।
[১২] কৈবল্য = নির্ব্বাণ। ১৩। চন্দ্রশেখরে—মহাদেবে

দ্বাদশ সর্গ।

নির্ব্বাণ।

১—৪। কৈলাসের পথ। ৫—৩০। দশমহাবিদ্যার পুরী ও ৩১—৩৬। নির্ব্বাণপদে বিল্বমূলে ভূতনাথ মহাদেবের বর্ণনা। ৪২—৪৫। শান্তিধামে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।

[১]

ভূদেব বিমলদ্যুতি[১] বিষ্ণুর ভারতী দূতী [২]
দেখাইয়া দিলে পথ, হয়ে হরষিত,
চলিলা কৈলাসধাম নয়নের অভিরাম
ব্যোম মার্গ বম্ শব্দে করি নিনাদিত।

(২)

সেই 'বম্' 'বম' স্বন শ্রুতিচিত্তবিমোহন
প্রতিশব্দে সুগম্ভীর হইলে গুহায়,
বিহঙ্গমাতঙ্গচয় কুরঙ্গের শব্দময়
দীর্ঘতর করি আরো গিরিরাজ গায়।

(৩)

যাইতে কৈলাসপথে ভূদেবের মন হতে
মোহ জাল ছিন্ন ভিন্ন হইল তখন ;
অরুণ(৩)গগন'পর হয় যদি অগ্রসর,
তমিস্র কেমনে সূর্য্যে করে আবরণ ?

---

(১)বিমলদ্যুতি (বিণ) = জ্যোতির্ম্ময় ২। ভারতী দূতী = বাক্যরূপ পথপ্রদর্শক। (৩)অরুণ = সূর্য্যের সারথি, পূর্ব্বাকাশে প্রভাত কালীন রক্তবর্ণ।

(৪)

ভবমায়া পরিহরি চলিলা সত্বর করি
লভিতে পরমপদ করিয়া নিশ্চয় ;
নিশ্চিত অর্থের(৪) আশে যায় লোক অনায়াসে
বন্ধুর কান্তার পথ করি সুখময়।

[৫]

প্রবেশমাত্রই আগে নিরখিলা দ্বারভাগে
কপালিনী [৫] কালিকার ভীম নিকেতন ;
মা হয়েও একি জ্বালা! সন্তানের মুণ্ডমালা
করিছে নির্দ্দয় ভাবে হৃদয়ে ধারণ !

(৬)

চরণ যুগল তলে পতিরে রাখিয়া ছলে
সন্তানে মারিয়া করি কর্ণের ভূষণ,—
বুঝি সংসারের ফাঁদ গণি মনে পরমাদ
স্নেহ প্রেম উভয়েরে করিছে দলন।

(৭)

একে(৬) কেশপাশ ধ'রে লয়ে অসি(৭) অন্য করে
নাশিছে দয়ারে যেন সন্ততি আপন;

(৪) নিশ্চিত অর্থ = যে বস্তু নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। বন্ধুর = উঁচু নীচু; নতোন্নত। কান্তার = ক্ষেত্র, মাঠ। (৫) কপালিনী = মুণ্ডমালাধারিণী। (৬) একে = এক করে। (৭) অসি = খড়্গ।

ভূদেব নির্ব্বাণ।

হায়! হায়! কি অদ্ভুত! নিজবক্ষসমদ্ভূত;
ধরিত্রী করে কি ছিন্ন বিশাল ব্রততী? (১)

(৮)

পেয়াপেয় (২)বিচারণ করে মন্দবুদ্ধি জন,
দেবী ত ভীষণ মূর্ত্তি, করি রক্ত পান!
পরব্রহ্ম নিষ্ঠাপাশে(৩) কভু ঘৃণা নাহি আসে;
চকোরী সূর্য্যের কাছে না করে প্রেয়াণ।

(৯)

নবীনা ভীষণা নগ্না(৪) শব(৫) বাহু বিভূষণা
লজ্জাহীনা লজ্জা দান করিছে লজ্জায়;
ব্রহ্মজ্ঞান-দাবানল(৬) জ্বলে যার সুপ্রবল,
কোথা তার ভেদবুদ্ধি লজ্জা বা কোথায়!

(১০)

কোথাও গোমায়ুগণ (৭) ফুল্লমনে অনুক্ষণ
কঙ্কাল-মণ্ডিত-স্থলে বসিয়া কেমন,

(১)ব্রততী = লতা। (২) পেয়াপেয় বিচারণ = কোনটী পেয় (পানের যোগ্য) কোনটী বা অপেয় (পানের অযোগ্য) এই বিবেচনা। (৩) নিষ্ঠা = ঐকান্তিক আস্থা। (৪) নগ্না = উলঙ্গা, বস্ত্রহীনা। (৫)শব = মৃতদেহ। (৬) দাবানল = বনের অগ্নি। (৭) গোমায়ু = শৃগাল।

ঘোররবে রক্তময় খাইতেছে মাংসচয়
জগতের পরিণাম করিয়া সূচন।

(১১)

কোথাও ভ্রমিছে দূতী পাপমূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী
অতি জুগুপ্সিত(৮) কাজে ইতস্ততঃ ছুটে;
আস্বাদিয়া সুধাজ্ঞানে কভু তৃপ্তি লভি প্রাণে
মদ্য ও আমিষ সেবি কপালসংপুটে।

(১২)

কোথাও বা চিতানল শিখাদীপ্ত সমুজ্জ্বল,
স্নেহমুক্ত দেহিগণে করিয়া যতন,
বুঝি লক্ষ্মীলাভ তরে, হিমমুক্ত দিবাকরে
দেখাইছে পূর্ব্বে যেন ত্রিদিব-ভবন (৯)

(১৩)

এ হেন ভীষণস্থানে তোষিয়া নির্ভয়প্রাণে
কালীরে ক্রীঙ্কৃতি মন্ত্রে দ্বিজ পুণ্যবান্-
নম্র ভাবে প্রণমিয়া প্রথম পরীক্ষা দিয়া
উত্তরিলা নির্ব্বাণের প্রথম সোপান।

(১৪)

পুণ্যবলে অভিরাম জয়করি সেই ধাম
পবিত্র নির্ম্মাল্য শিরে করিয়া ধারণ,

৮। জুগুপ্সিত = নিন্দিত, ঘৃণার্হ। কপালসংপুট = মাথার খুলিতে।
৯। ত্রিদিব ভবন = স্বর্গরাজ্য।

ভূদেব পবিত্রকায় দ্বিতীয়সোপানপ্রায়
উত্তরিলা মনোরম তারার সদন।

(১৫)

অনন্ত শ্মশানময় উৎফুল্ল পঙ্কজচয়
সলিল প্লাবিত ক্ষেত্রে, কি বিস্ময়কর!
জল অগ্নি অম্বুজের একাধারে মিলনের
কিছুই নাহিকো হেথা বাধা পরস্পর।

(১৬)

বশিষ্ঠ শাপের পরে বিধুবীজ যোগ ক'রে (১)
উদ্ধৃত হুঙ্কার (২) মন্ত্রে অচিরে তখন।
সংসার-সাগর তরি তারারে প্রসন্ন করি
চিরশান্তিতরে যায় শিবের সদন।

(১৭)

রক্তোৎপলে মনোলোভা লোহিতপদ্মিনী শোভা
যেন সে ষোড়শী দেবী প্রবেশি তথায়,

---

(১) তন্ত্রে কথিত আছে পুরাকালে বশিষ্ঠের শাপে এই বিদ্যা নিস্ফলা হইয়া যায় এবং পরে বিধুবীজ যোগ করায় মন্ত্রোদ্ধার হয়।
২। হুঁকার—তারার বীজমন্ত্র। ৩। কামদা=অভীষ্টদায়িনী।
১। মেরুমন্ত্র=ষোড়শী দেবীর বীজমন্ত্র। ২। প্রসাদ—অনুগ্রহ।

ধনরত্ন সম্পদের বিধায়িনী, জগতের
অকাম হয়েও পূজা করে কামদায়।(৩)

(১৮)

ইন্দ্রিয় কুসুমাঞ্জলি মন অর্ঘ্য দিয়ে বলি
মেরুমন্ত্রে(১) নিবেদিয়া ভূদেব সত্বর,
দেবীর প্রসাদ[২] বলে চপলতা গেলে চলে
লভিয়া নিষ্কামভাব চলে অতঃপর।

(১৯)

ব্যোমরূপে ধরিত্রীরে সংস্থাপিত করি ধীরে
অথবা অনন্তরূপে ধরিয়া হেলায়,
হেমানল কলেবরে যে মহী প্রসব করে
স্তরে তুষ্ট করি সেই দেবীরে তথায়,[৩]

(২০)

স্তন হতে স্নেহবশে বিগলিত রক্তরসে
গলবিলম্বিত মালা, দেখি, শোভা পায়,

৩। হ্'কার = ব্যোম, 'ঈ'কার = অনন্ত, 'র'কার = অগ্নি, ইতি 'হ্রীঙ্কার' = ভুবনেশ্বরীর বীজ মন্ত্র। ৪। পঞ্চকূট = তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্ব।

অক্ষমালা বেদকরে অভয়প্রদান তরে,
হলেও ভৈরবী রূপ কমলার প্রায়।

[২১]

পঞ্চকূট (৪) বিদ্যাবলে তোষিয়া দেবীরে বলে—
'মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর মা আমার'।
সুধাভাণ্ড লয়ে করে মা হয়ে কেমনে করে
পিপাসু সন্তানে দেবী দূরে পরিহার ?

[২২]

শির নাই আছে প্রাণ, কণ্ঠ রক্ত তাই পান—
পাগলিনী প্রায় পরে দেখিলা দেবীরে ;
হলেও শরীর নাশ থাকে আত্মা পরকাশ
শিখায়ে এ জ্ঞানাভাষ (৫) জগতবাসীরে।

[২৩]

শিক্ষিত হয়েও অতি দেখি শুনি সূক্ষ্মমতি
মায়াদি মন্ত্রের বলে চণ্ড চণ্ডিকায়,—
ভজিলা অনেক করি, তাই কোপ পরিহরি
প্রসন্ন হইলা দেবী প্রফুল্ল হিয়ায়।

[২৪]

কৃশ অঙ্গ পীড়াক্ষীণ পরিম্লান অতি দীন,
ক্ষুধায় রোদন পর যেন কাঙ্গালিনী ;

৫। জ্ঞানাভাষ = ছিন্নমস্তার জ্ঞানময় উপদেশ।

শীতে শীর্ণ ছিন্নাম্বর(১) কল্মাষিত কলেবর
ধূমাবতী দেবী পর্ণকুটীরবাসিনী।

[২৫]

দেখি মাত্র মালা করে কিছু না উপেক্ষা ক'রে
পূজিলা সে তপস্বিনী দেবীরে তথায় ;
ভাবময় ভক্তজনে পূজ্যবস্তু সম্মেলনে
পূজাক্রমে তারতম্য [২] নাহি দেখা যায়।

[২৬]

সেই ভক্তিপূজাবলে দেবীর সুদৃষ্টি জলে
সঞ্জীবিত হয়ে দেব লভি বগলায়
নিজ মোহ মুদ্গর অর্পিয়া চরণ'পর
তাঁহার মুদ্গার-ঘাতে ভয় নাহি পায়।

[২৭]

নবমী বিদ্যার ক্রমে লভি স্বীয় শক্তি ক্রমে
অষ্টচ্ছদ শতদলে[৩]শোভিতা সুধীর—
প্রেমের প্রসূন করে লইয়া প্রসন্ন করে
দূর করি মাতঙ্গতা [৪] দেবী মাতঙ্গীর।

[২৮]

করিকুম্ভজলধারে [৫] স্নাতা দেবী কমলারে
পেয়ে পরে সুকোমলকমলবাসিনী,—

১। ছিন্নাম্বর = ছিন্ন বস্ত্র। ২। তারতম্য = প্রভেদ। ৩। ছদ = পত্র; শতদল = পদ্ম ৪। মাতঙ্গতা = মত্তভাব। ৫। কুম্ভ = শুণ্ড।

ভূদেব নির্ব্বাণ।

চিরফুল্ল শতদল লয়ে করে অবিরল
যেন সে লক্ষ্মীর মাঝে শোভে লক্ষ্মীরাণী।

[২৯]

বুঝিবা কি গিরিরাজ তুষার ধবল-সাজ
লীলা কমলিনী (৬) করে অঙ্কে গিরিজায়,
প্রগাঢ় প্রণয় ছলে তুঙ্গ [৭] শৃঙ্গ শুভ্রজলে
সেচন করিছে সুর সিন্ধুব [৮] ধারায়।

[৩০]

কল্পবল্লরীর [১] প্রায় বুঝি, দেব কমলায়
নিজের বিকল্পহানি (২) করে আকিঞ্চন,
সেইরূপ ভক্তধনে মহাজন মহাজনে
না পারে নিষেধশল্য (৩) করিতে হনন।

[৩১]

এইরূপে ভক্তিতরী ভূদেব আশ্রয় করি
অনুকূল স্তববাতে হইয়া চালিত,
যেন দশ পারাবার পুরী দশমাতৃকার (৪)
ঘুরিয়া নির্ব্বাণতটে ক্রমে উপনীত।

[৩২]

যথাবিল্ব তরুতলে আতপত্র বিল্বদলে
বিরচিয়া দ্বিজরাজরাজিত[৫) শোভন,

৬। পদ্ম। ৭। উচ্চ। ৮। সুরসিন্ধু=গঙ্গা।
১। বল্লরী=লতা। ২। বিকল্প=বিভিন্ন কামনা। ৩। শল্য=শেল। ৪। দশমাতৃকা=দশমহাবিদ্যা। ৫। দ্বিজরাজ-

প্রকৃতির দত্তদান(৬) মৃত্তচর্ম্ম পরিধান /৮/
অজিন(৭) আসন'পরে অহীন্দ্র-ভূষণ(৮)।
[৩৩]
শিরে মন্দাকিনী নীর(৯) বহিছে নিতান্ত ধীর
ঘনবদ্ধ জটাজালে শোভি নীলিমায়,
যেন আকাশের ভালে সুনীল জলদ জালে
ঝরে শুভ্র বারিধারা অজস্র ধারায়।
[৩৪]
শুভ্রকান্তি সুবিমল— কণ্ঠে নীল হলাহল ;
বিশুদ্ধ হয়েও নিত্য চরিত্রমলিন ;
শিবময় নিরন্তর, রুদ্ররূপে ঘোরতর,
ভব্য তবু ভব ভয় নিবারণে লীন।
[৩৫]
কৃতান্ত হয়েও হয় আত্ম হিতে হিতময় ;
সর্ব্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞ চরিত্র চিহ্নিত ;
বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন ঈতিদর্শী[১০] সুশোভন
ঈশান হয়েও আশু বিনাশে দীক্ষিত।
[৩৬]
ভূতবেশী ভূতেশ্বর করি যত্ন নিরন্তর
ভূতগণে(১১) বিসর্জ্জন দিলেও যথায়,—

রাজিত = চন্দ্র দ্বারা শোভিত। ৬। প্রকৃতির দত্তদান = স্বভাবতঃ—অনায়াসে, লব্ধ। ৭। অজিন = মৃগচর্ম্ম। ৮। অহীন্দ্র ভূষণ = শিব। ৯। নীর = জল। ১০। ঈতি = অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মশক,

অতিমাত্র সুপ্রবল   তন্মাত্র(১২) যোগের বল,
তথাপি প্রসন্ন ভাব নাহি দেখা যায়।

[৩৭]

পবন প্রসূনসার
তাই লয়ে অনিবার
প্রতি তরুলতা হতে শান্তি কামনায়,
মানস সরসী নীরে
স্নানপূত স্বশরীরে
সংহার রুদ্রের সেবা করিছে তথায়।

[৩৮]

ক্ষিতি প্রফুল্লতাময়
তরু গুল্মলতাচয়
ধরিয়া বিহঙ্গনাদ মৃদু নর্ম্ম স্বরে,
সন্তানে লইয়া কোলে
মৃগবাল খেলাচ্ছলে
ভুলাইছে যেন সেই ভোলা মহেশ্বরে।

[৩৯]

দহন স্বতেজহীন
হইয়া ললাটলীন

শলভ, শুক, প্রভৃতি ছয়টী উৎপাত।
১১। ভূতগণ = ক্ষিতি অপ তেজ মরুত্‌ ও ব্যোম।

ধুর্জ্জটির।১। পুরোভাগে হইয়া প্রকাশ,
পাছে ঘোর তমোদোষ।২।
ঘটায় রুদ্রের রোষ,
পূর্ব্বেই সে তমোরাশি করিছে নিরাস।
(৪০)
জাহ্নবী সে উগ্রভাব,
করিবারে তিরোভাব,
পতিব্রতা ধর্ম্ম দূরে কার পরিহার,
তরল সলিল লীলা(৩)
মৌলিদেশে প্রকাশিলা,
গঙ্গাধর প্রেমগান গাহি অনিবার।
(৪১)
ব্যোম যেন সেই গীতি—
মনে না পাইয়া ভীতি,
বম্ বম্ সূক্ষ্মনাদ শিব শম্ভু স্বনে,(৪।৫)
আসমুদ্র হিমাচলে
ঊর্দ্ধ অধ মহীতলে
প্লাবিত করিলা ধীর মধুর নিক্কণে।(৬)

১২। তন্মাত্র = রূপ রসাদির সূক্ষ্ম উপাদান।
১। ধুর্জ্জটি = যিনি নিজের জটায় জগতের ভার বহন করেন, শিব।
২। তমঃ = গুণবিশেষ; অন্ধকার। তমোগুণ ক্রোধের উদ্দীপক।
৩। লীলা = খেলা। স্বন = শব্দ, বাক্য। ৫। সূক্ষ্ম = অনপায়ী; নিত্য। নাদ = শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রকার। ৬। নিক্কণ = ধ্বনি।

(৪২)

হলেও এ ভাবময়,
আত্মায় করিয়া লয়,
ভূদেবের ভাব শম্ভু করিলা হরণ ;
সুজন প্রসন্ন হলে
অসাধু বৃত্তির বলে
কর্ত্তব্যবিচ্যুত নাহি হয় কদাচন ।

(৪৩)

তন্ময়া ৭। হইলে তিনি
আর সতী সীমন্তিনী ৮।
না রহিলা শরীরিণী,(৯) রহিবে কেমনে ?
সংসারের লীলা তরে
কর্ম্মবশে ধরাপরে
দুই ভাগে এসেছিলা একাত্মা দুজনে ।

(৪৪)

লবণাম্বু পারাবারে লবণ-পুত্তলিকারে
ডুবাইয়া দিলে তাহা নাহি ফিরে আর ;(১০)
সেইরূপ ব্রহ্মে নর ডুবি একবার,
ব্রহ্মানন্দে হয়ে লীন, [illegible]
/ ~~সাযুজ্য~~ লভিয়া করে জীবন সফল ।[১৭]
ধন্য তাঁরে; চিরশান্তি তাঁহারি কেবল ।

---

(৪৫)

শান্তিময় পরমেশ!

শান্তিপূর্ণ কর দেশ,

না চাহে সেবিতে আজ প্রভাত পবন;

না চাহে শুনিতে কিংবা বিহগ কূজন,

পরম পুরুষে স্মরি কিংবা আজ ত্বরা করি

না চাহে হেরিতে সেই তপন উদয়,[১৪]

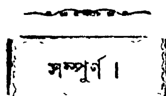
—ভূদেব—ব্রহ্মত্ব লভি আজ ব্রহ্মময়।

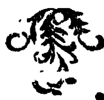
ইতি ভূদেব-নির্ব্বাণ কাব্যে "নির্ব্বাণ" নামক

দ্বাদশ সর্গ।

——:(•):——

৭। তন্ময়=ব্রহ্মময়। ৮। সীমন্তিনী=নারী; ভূদেবপত্নী। ৯। শরীরিণী=দেহবদ্ধা, মূর্ত্তিমতী: ১০। লোণাজলে লবণের পুতুল মিশিয়া যায়। ১১। অব্যক্ত=চাক্ষুষঅস্তিত্বহীন। ১২। প্রকৃতিহীন=প্রাকৃত হইতে বিমুক্ত। ১৩। সাযুজ্য=নির্ব্বাণ ১৪। এই গুলি ভূদেবের অন্তর্জীবনের নিত্য অভ্যাস ছিল।





শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৭	স্বর্গেতে	ত্রিদিবে
৮	১১	ব্যাকুল ব্যাকুল	ব্যাকুল
৩২	১১	তব, ইঃ	তুমি তাহা সদা জানিতে;
,,	১৩	দেখ ইঃ	চল, যাই সেস্থ সব দেখিতে।
৪২	২	—বোধন	-প্রবোধন।
৪৭	৯	সমুদয়	সমুদায়।
৪৮	৭	উম্মদ	উন্মদ।
৪৯	১৭	-বোধন	-প্রবোধন
৫৩	১৪	বলিবাণী	যার বাণী
,,	১৫	যেবা	সদা
৬৩	৭	সুজনারে	দুজনারে
৬৫	১৯	নাহিক সুখ	নাহিক দুঃখ
৬৭	১৩	দেবতা	অমর
৬৮	৪	অনুযোগে	অন্য-যোগে
,,	১৭	না	বা
৭৬	৯	দিতেছি	দিতেছে
৮১	৬	দরাময়	দয়াময়!
৮৪	১৫	উদ্ভুত	উদ্ভূত
৮৫	১১।১২	এ ধরাতলে যদি ইত্যাদি	সংসার ঘোরে যদি ভুলে যায় মোরে
৮৮	১২	কবে	করে
৮৯	১৪।১৭	লক্ষীমতী	লক্ষীবতী
৯৪	১৭	সুর্য্যে	সূর্য্যে
৯৫	১৫	সন্তুতি আপন	আপন সন্ততি;
৯৬	২	সমদ্ভুত	সমুদ্ভূত